হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা—দ্বিতীয় খণ্ড

# খেজুরী-বন্দর



শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক
শ্রীকৌস্তুভকান্তি করণ ও শ্রীকোহিনূরকান্তি করণ
ক্ষেমানন্দ-কুটীর
ভাঙ্গনমারি, জনকা পোষ্ট, মেদিনীপুর।

১৩৩৪

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
সিদ্ধেশ্বর প্রেস
নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা।

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি—মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত কালীচরণপুর ( পং গুমগড় ) গ্রামনিবাসী দেশ-হিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী ও বদান্য জমিদার মাহিষ্যকুল-গৌরব শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দাস মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এই পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া অশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন।

তদীয় মহানুভবতামুগ্ধ,

গ্রন্থকার

# সংশোধন ও সংযোজন

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| য়ুরোপীয় | ইণ্ডো-য়ুরোপীয় | ৪১ | ১৬ |
| ১১৯৫ | ১৯৯৫ | ৪৭ | ১২ |
| রামচকে | মেদখালী গ্রামে | ৬৩ | ১২ |
| মণীন্দ্র | বৈকুণ্ঠ | ৬৭ | ১৮ |

৬৫ পৃষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে,—তাহা ইং ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই পৃষ্ঠার শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস বি, এল, সর্ব্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট না হইয়া সর্ব্বপ্রথম বি, এল, হইবেন।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মাইতি সর্ব্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য-নাথ মাইতি সর্ব্বপ্রথম উকীল (প্লীডার শীপ পরীক্ষোত্তীর্ণ) ও শ্রীযুক্ত রাখালকৃষ্ণ মণ্ডল সর্ব্বপ্রথম এম, বি, ।

৬৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারগণের তালিকায় কামদেবনগর গ্রামনিবাসী "সাগর-স্নান" নামক কবিতা পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মাইতি এবং সাঁওতান্ চক গ্রামনিবাসী "কবিতা-কুসুম" ও "নূতন বর্ণপরিচয়" নামক পুস্তকদ্বয়ের প্রণেতা ৺উমাচরণ মাইতির নাম হইবে। শেষোক্ত বই দুইখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল।

কল্যাণীয়

শ্রীমান্ চুণীলাল মণ্ডল

ও

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী প্রমীলাবালা দেবী

করকমলেষু



১৯১২, মার্চ্চ

# নিবেদন

'খেজুরী-বন্দর' ও 'কাউখালীর আলোকগৃহ' প্রবন্ধগুলি 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড স্বরূপে তাহাই খেজুরী থানার কথঞ্চিৎ বিবরণ-সহ প্রকাশিত হইল। তৃতীয় খণ্ডে কসবা হিজলীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, শ্রীভগবান করিলে তাহা অচিরে প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। এই পুস্তক আমার রোগ-শয্যাতেই লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, সুতরাং ত্রুটি পদে পদে। সুধিবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই রুগ্ন গ্রন্থকারের এই নগণ্য সংগ্রহ স্নেহের চক্ষে গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছবির ব্লকগুলি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন; "ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে"র সুযোগ্য ম্যানেজার ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুদ্রণ-বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—

ক্ষেমানন্দ কুটীর
ভাঙ্গনমারি, জনকা পোঃ
জেলা মেদিনীপুর
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ

# ভুল সংশোধন

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| A midist | Amidst | ৩০ | ১ |
| পান খাই | জালপাই | ৫৭ | ২ |
| মিউটেশন ক্লার্ক্ | মিউটেশন ক্লার্ক ১, | ৫৭ | ৯ |
| কুবাড়াহাটী | কুকৃড়াহাটী | ৫৭ | ১৫ |
| যেরূপতাবে উপর হইতে বজেট | যেরূপভাবে বজেট | ৫৭ | ২২ |

# খেজুরী বন্দর

ভাগীরথীর মোহানার পশ্চিমতটবর্ত্তী নিভৃত বিলাতী ঝাউ-শ্রেণীর ( Casuarina tree ) মধ্যে বিখ্যাত প্রাচীন বন্দর খেজুরীর দুই একটি অট্টালিকা সমুদ্রযাত্রিগণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া থাকিবে। খেজুরী মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমায় অবস্থিত। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ২১°৫২'২২" অক্ষাংশ ও ৮৮°১'৭" দ্রাঘিমাংশের মধ্যে; সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা কিঞ্চিদধিক ২২½' ফুট মাত্র। ইহা ঈষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে একটি প্রয়োজনীয় পোতাশ্রয় ছিল। একদিন খেজুরীর নদীবক্ষে শত শত অর্ণবযান আশ্রয়লাভ করিত,—নানা দিগ্‌দেশবাসী সার্থবাহিগণের কোলাহলে এই স্থান মুখরিত থাকিত। ইহার অত্যল্পকালস্থায়ী অতীত জীবনেতিহাসের গৌরবময় পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করিলে সুখসৌভাগ্যের জ্বলন্ত কাহিনী চিত্রিত দেখা যায়।

ভাগীরথীর পলিতে যে সমস্ত দেশভাগ ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে খেজুরী অন্যতম। প্রাচীনযুগে সুদূর তাম্রলিপ্তির নিকটবর্ত্তী বঙ্গোপসাগর আজ খেজুরী-সীমান্তবর্ত্তী হইয়া বিরাজ করিতেছে;—আজিও সমুদ্রগর্ভে যে সমস্ত নূতন চরের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হইতেছে—অদূর-ভবিষ্যতে তাহা যে উর্ব্বর ও সুশ্যামল মূর্ত্তিতে জাগ্রত হইয়া বঙ্গভূমির কলেবরের বৃদ্ধিসাধনপূর্ব্বক খেজুরীকে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে খেজুরীর অবয়ব-সংগঠন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ডি ব্যারোজ্ (১) (১৫৫৩) ও ব্লেভের

(১) Map of Bengal in Jao De Barros' *Da Asia, Pt. II.*

(১) (১৬৬০) মানচিত্রে খেজুরী ও হিজলীর অবস্থানপ্রদেশে একটি দ্বীপ উদ্ভূত হইতেছে দেখা যায়। ভ্যালেন্‌টীন্ (২) (১৬৬০), জর্জ্জ্ হিরোণ (৩) (১৬৮২) ও বৌরীর (৪) (১৬৮৭) মানচিত্রে হিজলী ও খেজুরী দুইটি দ্বীপাকারে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। যখন কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক্ ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শায়িস্তা খাঁ কর্ত্তৃক হুগলী হইতে বিতাড়িত হইয়া আশ্রয়োদ্দেশে হিজলীতে আগমনপূর্ব্বক বাদশাহী সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়েন, সে সময় খেজুরী স্বতন্ত্র দ্বীপাকারে বর্ত্তমান ছিল। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের নাবিকগণের, (৫) ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের হুইট্ চার্চ্চের (৬) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের বোল্টের (৭) ও ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের রেণেলের (৮) মানচিত্রে খেজুরী দ্বীপ দৃষ্ট হয়। খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয়ের ব্যবধানবর্ত্তী জলভাগের নাম কাউখালী নদী ছিল। কাউখালীর আলোক-গৃহের নিকটে এই নদীর ক্ষীণ অবশেষ এখনও "কাউখালীর খাল" রূপে বর্ত্তমান আছে। উত্তরদিকে এই দ্বীপদ্বয়কে স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্নকারী জলস্রোতের চিহ্ন 'কুঞ্জপুর

(১) Reproduced copy of Blaev's Magni Mogoleo Imperium in his *Theatrum Orbis Terrarum, vol. II*, in *J. A. S. B., pt. I, 1873*; also Blochman's *Contributions to the Geography and History of Bengal, Appendix.*

(২) Vanden Brouck's Map of Bengal in Valentyn's Memoir, vol. V.

(৩) George Heron's Chart of Point Palmyra to Hugli in the Bay of Bengal,—*Hedges' Diary, vol. III, Appendix.*

(৪) Thomas Bowery's Chart of the Hughly River in his *Geographical Account of the Countries round the Bay of Bengal.*

(৫) *Midnapur Dt. Gazetter, P. 9.*

(৬) Whitchurch's map of Bengal from actual survey, reproduced by Cap. Melville in Surveyour General's Office, Calcutta, May, 1866.

(৭) *Midnapore Gazetter, P. 9.*

(৮) Rennell's Atlas, Plate No. XIX.

খাল রূপে এখনও দৃষ্ট হয়। (১) সম্ভবতঃ ষ্ট্রীনশ্যাম মাষ্টার তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে এই কুঞ্জপুর খালকেই নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতেছেন,—"১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯শে ডিসেম্বর। আমরা খেজুরীতে বজরায় অবস্থান করিলাম, এবং কেঁড়ুয়া (বর্ত্তমান কাঁথি) গামী নদীতে প্রবেশ করিলাম। এই নদীটী অতিশয় গভীর ও জাহাজের শীতঋতু যাপনের পক্ষে নিরাপদ হইলেও প্রবেশপথে অগভীর।" (২) ইহার দ্বারা অনুমান হয়, তিনি বর্ত্তমান রসুলপুর নদীকেই কাঁথিগামী নদীরূপে বলিয়া থাকিবেন। বালিআড়ির উপরেই কাঁথি অবস্থিত,—সুতরাং সেই সুদূর অতীতকালে ভিন্নরূপে কাঁথির পার্শ্বদেশ দিয়া রসুলপুরের প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব নহে। কুঞ্জপুর খাল খেজুরী হইতে আরম্ভ হইয়া রসুলপুর নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয়—ষ্ট্রীনশ্যাম্ মাষ্টার কুঞ্জপুর খাল ও তৎসংযোজক রসুলপুর নদীকেই 'সুগভীর নদী' বলিয়াছেন। হিরোণের মানচিত্রে কুঞ্জপুর খালের অবস্থান-নির্দ্দেশক জলস্রোতগুলি পাঁচ হইতে সাত 'বাম' (Fathom) পর্য্যন্ত গভীর বলিয়া চিহ্নিত আছে। সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে খেজুরী দেশভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লবণ রপ্তানীর সুবিধার জন্য কুঞ্জপুর খালের পঙ্কোদ্ধারের বিষয় সরকারী কাগজপত্রে জানা যায়। (৩)

(১) "The Kunjapur Khal was then a deep, broad stream, which completely cut off Khejri and Hijli from mainland, and these again were divided into two distinct islands by the river Cowcolly of which the channel now completely vanishes." Wilson's *Early Annals of the English in Bengal, vol. I. P. 105.*

(২) Diaries of Streynsham Master, *vol II, P. 357.*

(৩) "In 1802 the Kunjapur Khal from the Rasulpur to the Hugli was executed to facilitate the carriage of salt to Calcutta, and possibly the Khal follows the line of the old branch which made

"খেজুরী" নাম সম্ভবতঃ খেজুরগাছের সংস্রবে সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। এই স্থান 'খেজুরী' অপেক্ষা 'খাজুরী' নামেই অধিক পরিচিত। বৌরী 'খেজুরী'কে 'ক্যাজুরী' (casuree) করিয়াছেন (১) ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের নাবিকদিগের চার্টে 'গ্যাজুরী' (Gajouri) আছে। (২) ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডি, এন্‌ভিল্‌ 'ক্যাজোরী' (Cajori) লিখিয়াছেন। (৩) সেয়ার (১৭৭৮) কর্ত্তৃক প্রস্তুত মানচিত্রগুলিতেও ক্যাজোরী (Cajori) দেখা যায়। (৪) রেণেলের ম্যাপে (১৭৮০) কাদ্‌জেরী (Cudjeree) পাওয়া যায়। (৫) এই নামগুলি 'খাজুরী'রই বৈদেশিক স্বরূপ হইতে পারে। বৈদেশিক লেখকগণ স্ব স্ব ভাষা-সুলভ উচ্চারণের তারতম্যে 'খেজুরী' নামের আরও নানাপ্রকার বানান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,—হিরোণ Kedgerye, উইলিয়ম্‌ হেজেস্‌ Kegeria, (৬) হ্যামিল্টন্‌ Kedgerie, (৭) ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের হুগলী কুঠীর কাগজপত্রে Kedgaree (৮) প্রভৃতি। ইম্পীরিয়াল্‌ গেজেটিয়ারে Khijuri ও Kijuri, মেদিনীপুর গেজেটিয়ারে Khejri এবং

---

Hiji an island." A. K. Jameson's *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Dist. of Midnapore*, **P. 6.**

(১) এই 'Casuree' কখনই Casurina বা বিলাতী ঝাউ বৃক্ষের সংস্রবে নহে। সপ্তদশ শতাব্দীতে খেজুরীতে বিলাতী ঝাউয়ের অস্তিত্ব ছিল না নিঃসন্দেহ। স্বকীয় ভাষা ও উচ্চারণের ধারার সহিত সঙ্গতিরক্ষার জন্য বৌরী Casuree করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

(২) *Hedges' Diary vol. III, P. 208.*

(৩) Yule and Burnell's *Hobson-Jobson* S. V. Kedgeree.

(৪) *Hedge's Diary, vol. III, P. 208.*

(৫) Rennell's Atlas, Sheet No. XIX.

(৬) *Hedge's Diary, vol. I, P. 67.*

(৭) *Hedge's Diary, vol. III, P. 208.*

(৮) *Factory records*, Hugli No. 2, 1679, 27th April, quoted by Temple in *Bowery*.

বেলীর সেটেলমেণ্ট্ রিপোর্টে Kajooreah আছে। (১) বর্ত্তমান পোর্ট্ট্রাষ্ট সারভে Khajuri বা "Date palm place" করিয়াছেন। (২) সারভে ইণ্ডিয়া প্রকাশিত Bengal sheetএ এই বানানই দেখা যায়। (৩) নামটি বর্ত্তমান Khajri ও Kedgeree দুই প্রকারে লিখিত হয়। থানার নাম Khajri এবং পোষ্ট্ আফিসের নাম Kedgeree; খেজুরীর সুখ-সৌভাগ্যের দিনে শেষোক্ত নাম ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 'খেজুরী'কে মুখরোচক খিচুড়ি নামক খাদ্যের সমসংজ্ঞক ভাবিয়া য়ুরোপীয়েরা Kedgeree করিয়াছেন। কারণ, খিচুড়িকে ইংরাজীতে Kedgeree বলে। আমাদের মনে হয়, নদী বা খালের মুখে নৌকা প্রভৃতির আশ্রয়স্থানে দৃশ্যমানভাবে একটী খেজুরগাছ বর্ত্তমান ছিল,—তাহা দেখিয়া দেশীয় নৌ-চালকেরা 'খেজুরী' নামকরণ করিয়া থাকিবে। খেজুরী বন্দরকেই স্থানীয় লোক 'খাজুরী ঘাট' বলিত। নৌকা বা জাহাজের মালপত্র 'ওঠা-নামা' করিবার স্থানকে (landing place) 'ঘাট' বলে। যশোহর জিলায় খাজুরিয়া গ্রাম আছে,—সেখানে খেজুরের সংস্রবে এই নামের সৃষ্টি বলিয়া বেশ অনুমান হয়। কাঁথি মহকুমার সীমান্তেই সবং থানায় অন্যতম খাজুরী গ্রাম আছে। (৪) এই নামও খেজুরগাছের নিদর্শন ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে?—গাছের নামের অনুকরণে বাঙ্গালার বহু পল্লীর নাম সৃষ্ট।

---

(১) H. V. Bayley's *Report on the settlement of the Majnamootah Estate in the district of Midnapore*, 1841. P. 85, para 25.

(২) Notes in *Hedges' Diary vol. III, P. 208.*

(৩) Bengal sheet No. $73\frac{0}{3}$.

(৪) Thana Sabang Jurisdiction list, village No. 313; পোষ্ট্ আফিসের তালিকা দৃষ্টে জানা যায়, বম্বে, ভূপাল ও টোচী উপত্যকায় খজুরী (Khajuri) এবং ফৈজাবাদের দুই স্থানে "খেজুর হাট" আছে।

হিজলী, পিপলী, গরাণিয়া, তেঁতুলিয়া, করাঞ্জি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলাগেছে, আমগেছে, পলাশবাড়ী, জামবাড়ী প্রভৃতির ত কথাই নাই। খেজুরীর পাশেই তালপাটী গ্রাম, খাল ও ঘাট আছে। সম্ভবতঃ তালগাছের নামসংস্রবে তালপাটী (তালপত্রী?) হইয়া থাকিবে। দূর হইতে দৃশ্যমান তাল ও খেজুরগাছদ্বারা নদী বা খালগুলিকে চিনিবার উপায়ের জন্য এই সমস্ত নামের সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব।

হিজলীর লোক-বিশ্রুত তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার বংশীয়গণের রাজত্ব-লোপের পর (১৬৬১), (১), খেজুরী ও হিজলীদ্বীপদ্বয় পোর্তুগীজ্ ও মগ্-দস্যুদিগের অত্যাচারে অধিবাসিবর্জ্জিত হইয়া হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে পরিণত হয়। হিরোণ ও রেণেলের মানচিত্রে এই সমস্ত স্থানে দীর্ঘ অরণ্য ("Long wood") ও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলী চিহ্নিত আছে। ওলন্দাজ লেখক স্কাউটেন (Ganter Schouten) লিখিয়াছেন,—"আমরা ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী জলেশ্বর নদী (২) বামে রাখিয়া (গঙ্গার মোহানার দিকে) যাইতেছিলাম। এখানে দেশভাগে কিয়দ্দূর বিস্তৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ঐ সমস্ত অরণ্য সর্প, গণ্ডার, বন্যমহিষ ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। এইজন্য বঙ্গদেশের লোকে সমুদ্রসন্নিহিত স্থানে বাস করে না।" (৩) তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-

(১) Valentyn's Memoir, vol. V. p. *158*; *cf.* রামপুর নবাবের লাইব্রেরীতে রক্ষিত ফার্সী "মরকৎ-ই-হাসান" হস্তলিপি (শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত):—

"Hijli has been conquered by the imperial forces. Bahadur, with his family has been captured as a punishment for his disobedience (*i. e.* rebellion) [probably in Jan. or Feb. 1661]" *Maraqat—folio No. 116*. গ্রন্থকার প্রণীত 'হিজলীর মসনদ্-ই-আলা' দ্রষ্টব্য।

(২) জলেশ্বর নদী সম্ভবতঃ সুবর্ণরেখাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে।

(৩) Schouten's *Voige aux Indes Orientales, vol. II, P. 143* (Sir R. Temple's translation).

আলার সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজধানী হিজলী এবং তাহার উপকণ্ঠ খেজুরীর এই দুরবস্থা বোম্বেটে ও লুণ্ঠকগণের নির্দ্দয় হস্তের চিহ্ন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সাগরদ্বীপের নিকটবর্ত্তী রোগ্‌স রিভার ( Rogues' River ) ( ১ ) এই সমস্ত জলদস্যুর আড্ডা ছিল। ইহারা দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতী ও লুণ্ঠনবৃত্তিতে গঙ্গার মোহানাবর্ত্তী সমগ্র সুন্দরবন, হিজলী ও খেজুরী প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থানগুলি জনমানবহীন অরণ্যে পরিণত করিয়াছিল। ( ২ )

কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের প্রথম গবর্ণর উইলিয়ম্ হেজেস্ ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে খেজুরী দ্বীপে অবতরণ করিয়া একটি পুরাতন মৃণ্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন। উহাতে দুইটি ছোট কামান ছিল। ষ্ট্রীন্‌শ্যাম মাষ্টার ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বোধ হয় এই দুর্গকেই লবণ প্রস্তুতের কারখানা-রক্ষার্থ মুঘল-নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ( ৩ ) স্কাউটেন্ ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গার মোহানাবর্ত্তী অরণ্যের মধ্যে একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ দেখিয়াছিলেন,—উহাতে কতকগুলি দুর্দ্দশাপন্ন কৃষ্ণাঙ্গ ছিল। ( ৪ )

(১) হেজেসের টীকাকার Mr. Barlowর মতে রোগ্‌স্ রিভার বর্ত্তমান 'চ্যানেল্ ক্রীক' ( মড়িগঙ্গা নদী ) ( *Hedges' Diary, vol. III, P. 208.* ) Hobson-Jobsonএ Yule and Burnell ইহা 'কুল্‌পী ক্রীক্' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ( *Hobson-Jobson* s. v. Rogues' River ).

(২) *cf.* Bernier—"They made women slaves, great and small, with strange cruelty, and burst all they could not carry away. And hence it is that there are seen in the mouth of the Ganges so many fine cities quite deserted."

(৩) "On the other side was the western channel by the island of Hijli, where the Mogul had built a small fort to protect his salt works." *Diary of Streynsham Master, vol. I, p. 321.*

(৪) "Therfore on our way we only saw a little clay fort where some Negroes were existing wretchedly enough." *Schouten, vol. II. p. 143*—Temple's translation.

সম্ভবতঃ এই দুর্গ মস্‌নদ-ই-আলা ও তদ্বংশীয়গণের দুর্গের ভগ্নাবশেষ। শাহজাহানের রাজত্ব-সময়ে এই সমস্ত জলদস্যুর অত্যাচার নিবারণজন্য হিজলীতে 'ফৌজদারী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ( ১ ) হিজলীর তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলা ও তদ্বংশীয়গণ ফৌজদারের ভার প্রাপ্ত হইয়া এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন বলিয়া সম্ভব। পোর্তুগীজ মিশনরী সিব্যাষ্টিয়ান্ ম্যানরিক্ ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাসাগরের সমীপবর্ত্তী চরে পোতদুর্ঘটনায় হিজলীর উপকূলে উপস্থিত হইলে মস্‌নদ্-ই-আলার রক্ষিসৈন্য ও রণতরী মুঘলদিগের পক্ষে তাঁহাদিগের জাহাজাদি আটক করিয়াছিলেন। (২) যাহা হউক, হেজেস্ এই দ্বীপটিতে প্রচুর বরাহ, হরিণ, মহিষ ও ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তু দেখিয়াছিলেন। এই দ্বীপটি তাঁহার নিকট উর্ব্বর ও আনন্দদায়ক বোধ হইয়াছিল। ( ৩ ) হেজেস্ কথিত খেজুরীতে এই সমস্ত বন্যজন্তুনিবাস—ইহার দস্যুর উপদ্রবে উচ্ছিন্ন হওয়ারই সমর্থন করে। এলেক্‌জাণ্ডার হ্যামিণ্টন্ তাঁহার "Account of the East Indies" পুস্তকে ( ১৭২৩ ) লিখিয়াছেন—

(১) "The Arakanese and Portuguese pirates now began to commit depardations on the Orissa coast and in Hijli. Tracts of lands became depopulated and the ryots left their fields. Shahjahan thereupon annexed Hijli to Bengal so as to enable the imperial fleets stationed at Dacca to guard against these piratical raids." J. A. Campos. *History of the Portuguese in Bengal*, *p. 95.*

*cf.* Hunter's *S. A. B. vol. III, p. 199* "——this Foujdari or Magistracy was made apparently for the purpose of subjecting the whole coast liable to the invasions of the Maghs, to the Royal jurisdiction of the Nawara or Admiralty fleet of boats stationed at Dacca.

(২) *Bengal : Past ond Present, vol. XII*, 1916. pp. 281-286—Padre Maestro Fray Seb. Manrique in Bengal.

(৩) *Hedges' Diary vol, II p. 67.*

"খেজুরী দ্বীপে মৎস্যজীবিদিগের বাস, ইহাতে প্রচুর পোষা শূকর অতি সুলভে পাওয়া যায়—আমি প্রত্যেকটীর ওজন ৫০ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত হইবে এরূপ ২১টী শূকর ১৭৲ টাকা মাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম।" (১) বর্ত্তমান সময়ে খেজুরী অঞ্চলে মৃত্তিকাগর্ভে যে সমস্ত ভগ্ন দেব-মূর্ত্তি আদি পাওয়া যায়, তাহাতে ইহার প্রাচীন জননিবাসই প্রতিপন্ন হয়। (২) হিজলী দ্বীপের যমজ সহোদরা এবং প্রায় একাঙ্গীভূতা খেজুরী কখনও হিজলীর গৌরবের দিনে পরিত্যক্ত অরণ্য ছিল না। চার্ণক্ দস্যুবিধ্বস্ত হিজলীকে ভয়ঙ্কর স্থান ( direful place ) বলিয়াছিলেন। ( ৩ )

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কালক্রমে নদীর প্রণালী ( channel ) পরিবর্ত্তিত হওয়ায় খেজুরী একটি পোতাশ্রয়ে (Anchorage) পরিণত হয়। হিজলী জিলাভুক্ত খেজুরী ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের সময় বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ( ৪ ) সুতরাং খেজুরী এই সময়ে বা ইহার অত্যল্প-কাল পরে ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যস্থল হইয়া থাকিবে। কোম্পানীর

(১) "It is now inhabited by Fishers, as are also Ingellie, and Kedgerrie two neighbouring Islands on the west side of the Mouth of Ganges. These Islands abound also in tame Swine, where they are sold very cheap, for I have bought one and twenty good Hogs, between 50 and 80 Pound weight each for 17 Rupees or 45 Shillings Sterling."

A. Hamilton's *Account of the East Indies, vol. II, Chap. XX p. 4.*

(২) সম্প্রতি অজ্ঞানবাড়ী গ্রামের শ্রীযুত বরেন্দ্রকৃষ্ণ মিশ্রার একটী ও সাতকন্দ গ্রামে একটী পুষ্করিণী খননে সুন্দর ভগ্ন দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি লেখককর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) W. W. Hunter *History of British India. vol. II. p. 258.*

(৪) "Hijili and Tamluk did not come under company's administration until the grant of the Diwani in 1765." Firminger's *Fifth Report, vol. I. Introduction, ccxiii.*

আমলে দস্যু-বিধ্বস্ত খেজুরীর বন-জঙ্গল কাটিয়া মনুষ্যবাসোপযোগী করা হয়। এইজন্য খেজুরীকে রাজস্বসম্বন্ধীয় কাগজপত্রে 'জঙ্গলবুরি' মৌজা বলে। মেদিনীপুর কালেক্টরীতে রক্ষিত ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চবার্ষিক লিপিতে ( Quinquinnial Register ) জনৈক বন্দোবস্তগ্রহীতার দখলে খেজুরীর ঊনত্রিশ বাটি ( ১ ) ১৫ বিঘা ৮ ছটাক জমি দৃষ্ট হয়। ( ২ ) সম্ভবতঃ এই ব্যক্তিকে জঙ্গল আবাদের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বে কোম্পানীর বৃহৎকায় বাণিজ্য-জাহাজগুলি বালেশ্বর পর্য্যন্ত আসিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে মালপত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া হুগলী পর্য্যন্ত প্রেরিত হইত। কারণ, ঐ সমস্ত জাহাজ ভাগীরথীর মোহানায় চরবহুলতার জন্য আর এইদিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। সর্ব্বপ্রথম ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন্ জেম্স্ "রেবেকা" নামক জাহাজকে পথিপ্রদর্শক নাবিকের ( Pilot ) সাহায্যে ভাগীরথী পর্য্যন্ত আনিতে সমর্থ হয়েন। ক্যাপ্টেন ষ্ট্যাফোর্ড্ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ফ্যাল্কন্' ( Falcon ) নামক জাহাজ ভাগীরথী পর্য্যন্ত আনয়ন করেন; ঐ সময় হইতে বালেশ্বরে বৃহৎ জাহাজগুলির মাল পরিবর্ত্তন না হইয়া হিজলীতে পরিবর্ত্তিত হইবার রীতি হয়। (৩) এই সময় হিজলী বন্দরের স্থানাধিকার করে। ইহার অত্যল্পকাল

(১) 'বাটি' উড়িষ্যায় প্রচলিত এক প্রকার ভূমির পরিমাণ—২০ বিঘাতে এক 'বাটি' হয়। এই হিসাবে খেজুরীর বন্দোবস্তকৃত ভূমি স্থানীয় মাপের প্রায় ৬০০/ বিঘা হয়। এই পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৭৫০/ বিঘার ঊর্দ্ধ হইবে। খেজুরীর প্রচলিত এক বিঘা = ( ৭´ ফুঃ ১০½"ই × ২০) ( ৭´ ফুট ১০½" × ১৬) বা ২২০৫ বর্গ গজ। বর্ত্তমান সময়ে খেজুরী মৌজার পরিমাণ ষ্টাণ্ডার্ড্ বিঘা। সম্ভবতঃ প্রাগুক্ত বন্দোবস্ত আনুমানিকভাবে হইয়া থাকিবে।

(২) Bayley's *Majnamoottah Report*, p. 85.

(৩) Bowery's *Countries round the Bay of Bengal*, p. 166, n2.

পরে খেজুরীও সামুদ্রিক বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রস্থল হইবার সূচনা দেখাইয়াছিল, কারণ, উইলিয়াম্ হেজেস্ তাঁহার বিখ্যাত রোজনামচায় লিখিয়াছেন, ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজেরা খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয় অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। (১) খেজুরীর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি না হইলে ইহা পোর্তুগীজদিগের প্রলোভনের বস্তু হইতে পারিত না। অতঃপর কোম্পানীর বাণিজ্যসমৃদ্ধির দিনে জাহাজের মালপত্র পরিবর্ত্তনের কার্য্য খেজুরীতে সংঘটিত হইলে স্থানটী সুরম্য নগরের শ্রী-শোভা ধারণ করে। (২)

এসিষ্ট্যাণ্ট্ রিভার সারভেয়র্ মিষ্টার্ রীক্স্ (H. G. Reaks) খেজুরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কলিকাতার অভ্যুদয়ের সহিত সামুদ্রিক নৌ-যাত্রার আরম্ভ-পথ খেজুরীতে সুন্দর পোতাশ্রয় সৃষ্ট হওয়ায় উহা একটী প্রয়োজনীয় স্থানে পরিণত হয়। মোহানার ঐ স্থান হইতে ভাগীরথীর পথে কলিকাতা পর্য্যন্ত যাতায়াত বৃহৎ জলযানগুলির পক্ষে কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক ছিল বলিয়া পথিমধ্যে খেজুরীতে এই সমস্ত জাহাজ অবস্থান করিত এবং সেই স্থানে মালপত্র ও আরোহী পরিবর্ত্তিত করিয়া 'শ্লুপ' ( sloop ) নামক ক্ষুদ্র জাহাজের সাহায্যে কলিকাতায় আমদানী-রপ্তানী চলিত। প্রতিনিধির (Agent) নিবাস-গৃহ, পোর্ট্ অফিস এবং জাহাজযাত্রিগণের জন্য বিশ্রামকক্ষ (waiting room) নির্ম্মিত হইয়া স্থানটী একটী শহরে পরিণত হইয়া উঠিল। তৎকালীন "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত পশ্চাল্লিখিত বিজ্ঞাপন দর্শনে

(১) Yule, *Diary of Hedges, vol. I, P. 172.*

(২) খেজুরী কোন্ সময় হইতে পোতাশ্রয়ে পরিণত হয়, ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সময়ে হইয়া থাকিবে। কারণ, ঐ সময়ে প্রস্তুত রেণেলের মানচিত্রে (sheet no xix) খেজুরী দ্বীপের তীরভূমির পার্শ্বে দিয়াই জাহাজের পথ (Cadjaree Road) চিহ্নত আছে।

জানা যাইবে,—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই স্থান কিরূপ সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল;—"১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে খেজুরীতে অল্পাধিক ৮ বিঘা জমীর উপর অবস্থিত একটী বৃহৎ বাহির-'দালান' (hall), চারিটী শয়ন-গৃহ এবং উন্মুক্ত বারান্দা-সংবলিত একটি দ্বিতল অট্টালিকা নীলামে বিক্রীত হইবে।"

"এই সময়ে খেজুরী হইতে কলিকাতা যাতায়াত নৌকাদ্বারা নিষ্পন্ন হইত। কলিকাতায় প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহদ্বারা প্রেরিত দ্রুতগামী ডিঙ্গী নৌকাগুলি খেজুরী হইতে বহিঃসমুদ্রে গমন করিয়া য়ুরোপের সর্ব্ব-প্রথম সংবাদের জন্য নবাগত জাহাজে উপস্থিত হইত। শহরে এইরূপে লব্ধ নূতন সংবাদ প্রচারের জন্য স্বভাবতঃই একটি উত্তেজনাপূর্ণ 'দৌড়াদৌড়ি' পড়িয়া যাইত। উত্তরকালে কলিকাতা পর্য্যন্ত 'পাখা' (arms) সঞ্চালনশীল সঙ্কেতবাহক মঞ্চসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংবাদ আদান-প্রদান নির্ব্বাহ হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ যন্ত্র স্থাপনদ্বারা এই প্রথার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এখনও কতকগুলি সংবাদ-বহনের উচ্চ সঙ্কেত-মঞ্চ নদীতীরে বর্ত্তমান; বড়ুল (Brul), ধজা (?) ও হুগলী পয়েণ্টে এরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খেজুরী হইতে কলিকাতা যাতায়াত কিরূপ সহজসাধ্য ছিল, তাহা ঐ বৎসরের ১৯শে আগষ্ট তারিখের এই বিজ্ঞাপন দর্শনে জানা যাইবে,—'বেরিংটন্ জাহাজের মিডশিপ্‌ম্যান্ নামক কর্ম্মচারী জন্ ল্যাম্ব্, গত ২০শে জুলাই খেজুরীস্থিত উক্ত জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়া অত্যল্পক্ষণ পরেই কলিকাতায় দৃষ্ট হইয়াছিল।' ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ খেজুরীতে জাহাজগুলি পরি-দর্শনপূর্ব্বক সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করিতেন। খেজুরীর সমীপবর্ত্তী নদীপথ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া পরে মধ্যনদীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতঃপর খেজুরী পোতাশ্রয় ও নদীপ্রণালী সত্বরে বিনষ্ট হয়।

জাহাজগমনাগমনবর্জ্জিত হইয়া খেজুরী অপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এক্ষণে এই স্থানে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে একটী জোয়ার-ভাটার সঙ্কেত-নির্দ্দেশক-যন্ত্র (Tidal semaphore) ও সময়ক্রমে সম্মিলিত বাজার মাত্র দৃষ্ট হয়।" (১)

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের "কলিকাতা গেজেটে"র বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে খেজুরীতে একটী বাড়ী বিক্রয়ের এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখা যায়,—"খেজুরী এষ্টেট্। আগামী বৃহস্পতিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ, টুলো কোম্পানীর (Tulloh & Co.) নীলাম গৃহে পরলোকগত শ্রীযুত জন্ রাসেল্ ও উইলিয়াম্ হল্যাণ্ডের সম্পত্তির একজিকিউটরগণের অনুমতিক্রমে খেজুরীস্থিত যে বাড়ীতে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুত রাসেল্ ও হল্যাণ্ডের (Messrs Russel and Holland) কার্য্যালয় অবস্থিত ছিল—সেই মূল্যবান্ ও সুবিখ্যাত দ্বিতল অট্টালিকা ১১৮৪ (Valuable and wellknown upper roomed house) এবং অন্যান্য সুবিস্তৃত গৃহাদি মায় ন্যূনাধিক ১ শত বিঘা ভূমি সম্পূর্ণ (without reserve) প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইবে।" (২) এই বিজ্ঞাপন খেজুরীর এককালীন সুখ-সৌভাগ্যের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদিগের কতকগুলি রণতরী বালেশ্বরে কয়েকটী ইংরাজ-জাহাজ ধৃত করে, তজ্জন্য খেজুরীস্থিত বৃটিশ জাহাজগুলি ফরাসী-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনায় কলিকাতায় আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। নদীর মন্দাবস্থা ও প্রতিকূল বায়ুর জন্য খেজুরী হইতে জাহাজগুলি কলিকাতা আনিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। (৩) ইহার কয়েক বর্ষ পরে

(১) *Bengal : Past and Present, Vol, II, no 2, April, 1918.*

(২) Hugh David Sanderson's *Selections from Calcutta Gazette, vol, II. (1806-1815).*

(৩) "Calcutta in January 1763 was in a panic, as the French fleet was in Balasore Roads and had captured several English vessels It was found they could not remove the ships from Kedgeree to

একবার খেজুরী হইতে ফরাসীদিগের রসদসংগ্রহে বাধাপ্রদানের জন্য ইংরাজদিগের সৈন্যসমাবেশ আবশ্যক হইয়াছিল। জলেশ্বরের নিকট মোহনপুরে বস্ত্র-ব্যবসায়-ব্যপদেশে মঁসিয়ে অস্যাণ্ট্ (Monsieur Aussant) নামক জনৈক ফরাসী রেসিডেণ্ট্ থাকিতেন। তাঁহার শরীররক্ষী রাখিবার সর্ত্ত লইয়া ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশমতে (১) মেদিনীপুরের ইংরাজ রেসিডেণ্ট্ জন পীয়ার্স্ লেপ্টনাণ্ট্ বেট্‌ম্যান্ নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে দুই দল সৈন্য লইয়া খেজুরী ও হিজলীতে প্রেরণ করেন। ফরাসী বা ওলন্দাজগণকর্ত্তৃক খেজুরীর উপকূলে যুদ্ধ-জাহাজ ভিড়াইয়া রসদ গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল। বেট্‌ম্যানের প্রতি আদেশ ছিল—মালপত্র বহনোপযোগী গবাদি দেশের ভিতরের দিকে ২০ মাইল দূরে সরাইয়া দিবেন এবং সমুদায় রসদাদি নষ্ট করিবেন। বেট্‌ম্যান্ সৈন্যদলসহ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ফরাসীরা খেজুরীতে প্রচুর চাউল সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছে এবং এই স্থানের অধিবাসীরাও ফরাসীদিগের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। (২) যাহা হউক, ফরাসীদিগের বিরুদ্ধ মনোভাবের

---

Calcutta as they could not easily return on account of the unfavourable winds and very dangerous channels."

Long's *Notes from selection from records of the Govt. of India, Introduction*, p. 40.

Also, *ibid p*, 295, "A French fleet at Balasore."

(১) John Cartier's letter to John Pierce, dated 3rd March, 1770 Calcutta—Firminger's *Bengal District Records, Midnapore, vol II. p*, 180.

(২) "Mr. Bateman had written to say that upon enquiry he found there was a great deal of rice at Khajri belonging to the French and several peons with it. As the people seemed to be quite under the French, he thought it not improbable that they might move the rice into the jungles." J. C. Price's *Notes on the History of Midnapore, vol, I p*, 79.

চিহ্ন না পাইয়া ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে সৈন্যদল অপসৃত করা হয়। (১)

কোম্পানীর আমলে খেজুরীর পথে নৌ-দস্যুর উৎপাত ছিল। এ জন্য সরকার বাহাদুর ভাগীরথীর মোহানার পথে নানা স্থানে 'গার্ড্ বোট' বা চৌকি নৌকার ব্যবস্থা করেন। এই সকল নৌকা পুলিসের তত্ত্বাবধানে নদীর নানা স্থানে পাহারা দিত। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখযুক্ত একটি সরকারী আদেশ হইতে জানা যায়, গবর্ণর জেনারেল্ বাহাদুর হিজলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে অন্যান্য কয়েকটী স্থান ব্যতীত তালপাটী হইতে হিজলীর বাঁক পর্য্যন্ত ৭ ও ৮ নম্বর বোটের পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন বলিয়া জানাইতেছেন। প্রত্যেক চৌকি-নৌকায় একটি করিয়া লাল নিশান ও সেই নিশানের উপর সাদা অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় নৌকার নম্বর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। (২)

ভারতবর্ষে সংস্থাপিত সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন কলিকাতা হইতে খেজুরীর সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়নাধ্যাপক ডাক্তার ও'শাগ্নেসী ( Dr. W. B. O' Shaughnessey ) কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড্হারবার এবং বিষ্ণুপুর, মায়াপুর, কুকড়াহাটি ও খেজুরী পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৮২ মাইলব্যাপী টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কুকড়াহাটি হইতে খেজুরী লাইন উন্মুক্ত হয়। তৎকালে ডাঃ ও'শাগ্নেসীর উদ্ভাবিত এক প্রকার ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক যন্ত্রসাহায্যে সংবাদ গৃহীত হইত; পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মোর্স্-উদ্ভাবিত যন্ত্র প্রচলিত হয়। (৩)

(১) *Midnapore Dt. Gazetteer, p. 46.*

(২) কলিকাতা একাল ও সেকাল, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ৬৭০ পৃষ্ঠা।

(৩) *Imperial Gazetteer of India ( 1907 ), vol III, b, 437.*

খেজুরীর পোষ্ট আফিসের কার্য্য সুবিস্তৃত ছিল। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী, জাহাজের যাত্রী ও নাবিকগণের সহিত কার্য্যসম্বন্ধের জন্য এই পোষ্ট্ আফি-সের ভার উচ্চ বেতনভোগী ইংরাজ-কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। ইহার



( খেজুরীর পরিত্যক্ত পোষ্ট্ আফিস্ )

অধীনে অনেকগুলি ডাক-নৌকা সমুদ্রস্থিত জাহাজে যাতায়াত করিয়া চিঠিপত্রাদির আদান-প্রদান করিত। এই ডাক-নৌকাগুলির দাঁড়ি-মাঝি ও পোষ্ট্ আফিসের দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের অবস্থানের জন্য পোষ্ট্ আফিস-গৃহের পার্শ্বেই শ্রেণীবদ্ধভাবে দ্বাদশটী কক্ষ-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড 'ব্যারাক্' ছিল, তাহা অযত্নে অতি অল্পদিন মাত্র ভূমিসাৎ হইয়াছে। ডাক-নৌকার কর্ম্ম-চারিগণের কর্ত্তব্য সম্পাদন বিপদ বর্জ্জিত ছিল না। "কলিকাতা গেজেটে"

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে পোষ্ট্‌মাষ্টার জেনারাল-প্রদত্ত একটি বিজ্ঞাপনে জানা যায়—খেজুরীর একটি ডাক-নৌকা চিঠিপত্রাদি জাহাজে বিলি করিয়া সাগরদ্বীপের নিকট তীরদেশে নোঙ্গরাবদ্ধ ছিল, এমন সময় একটি ব্যাঘ্র লাফ দিয়া নৌকায় উঠিয়া দাঁড়ি মাঝির এক ব্যক্তিকে লইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে আরও দুই জন আহত হয় এবং নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। (১) একবার 'মেরীমেড্' নামক জাহাজের কর্ম্মচারিগণ খেজুরীর একটি ডাক-নৌকার কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপন্ন করায় ফোর্ট্ উইলিয়ম্ হইতে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে ভবিষ্যতে খেজুরীর পোষ্ট্‌মাষ্টারের অধীনস্থ কোনও ব্যক্তির সহিত এইরূপ ব্যবহারের জন্য কঠোর শাস্তির বিষয় 'কলিকাতা গেজেটে' বিজ্ঞাপিত করেন। (২) রবার্ট্ নামক জনৈক ইংরাজ নাবিক তাঁহার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখযুক্ত রোজ-নাম্‌চায় লিখিয়াছেন—"এই সময় খেজুরীতে দুই জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ছিলেন। একজন মাষ্টার এটেণ্ডেণ্ট্ (Master Attandant) ও অন্য ব্যক্তি পোষ্ট্-মাষ্টার। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে অতি তীব্র মনোমালিন্য ও শত্রুতা ভাবের কথা রবার্ট্ উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জে, বোটেল্‌হো (J. Botellho) খেজুরীর পোষ্ট্-মাষ্টার ছিলেন। ইনি পোর্ট্‌মাষ্টার এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটেরও কার্য্য করিতেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে পুত্র ইউজীন্ ও পত্নী মেরীসহ ইনি নিহত হন।

শুনা যায়, প্রাণাধিক পুত্র প্রথমে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায়, শোকাতুর

(১) H. Sanderson's *Selections from Calcutta Gazette vol IV.* (1806-1815) p 71,

(২) W. S. Setonkar's *Selections from Calcutta Gazette vol. III* (1798—1805) p, 78.

(৩) Bengal : Past and Present, vol. xvi, 1918, nos. 31-32, p. 190.

দম্পতি একটি সিন্দুকের উপর আরোহণপূর্ব্বক পুত্রের সন্ধানে বন্যায়



খেজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রের দৃশ্য

জলরাশিতে ভাসমান হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। খেজুরীর য়ুরোপীয় সমাধিক্ষেত্রে ইঁহারা সপরিবারে সমাহিত আছেন। পরবর্ত্তী পোর্ট্ ও

পোষ্ট-মাষ্টার মিঃ ডবলিউ, টি, মিলার এই সমাধিতে প্রস্তরলিপি যোজিত করেন।

প্রাচীরবেষ্টিত খেজুরীর য়ূরোপীয় সমাধিক্ষেত্রটী এখনও গবর্ণমেণ্ট সুসংস্কৃত অবস্থায় রক্ষা করিতেছেন। সমাধিক্ষেত্রে মোট তেত্রিশটি সমাধি আছে, তন্মধ্যে একুশটি ক্ষোদিত লিপিযুক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপিটির সময় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সমাধিটী একটি নাবিকের, লিপিফলকটি এক্ষণে পাওয়া যায় না। একটি অস্পষ্ট ও ভগ্ন লিপিফলক আছে—সম্ভবতঃ সেইটিই এই সমাধির লিপি হইবে। কেহ কেহ বলেন, লিপিবিহীন সমাধিগুলি আরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের (১) বর্ত্তমান লিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম লিপিটী ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখযুক্ত। কাঁথির পূর্ত্তবিভাগের সুপারভাইজার মিঃ এমোস্ ওয়েষ্টের সমাধিটী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ;—ইহার তারিখ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। সমাধিগুলির অধিকাংশই নৌ ও সৈন্যবিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের। নিম্নে লিপিযুক্ত সমাধিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

১। নীল ম্যাক্ ইনেস্—"ডুনিরা" জাহাজের মিডশিপম্যান্—মৃত্যু ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৮।

২। কুমারী সারল্টী আ্যানি—মিড্ল্সেক্সবাসী রেভারেণ্ড্ টমাস ব্র্যাকেনের কন্যা—মৃত্যু ১২ই নভেম্বর, ১৮২০।

৩। হোর‍্যাশিও নেলসন্ ড্যালাস্, "লেডী মেল্ভিল্" জাহাজের পঞ্চম অফিসার—মৃত্যু ২৮শে জুলাই, ১৮২০।

---

(১) "A few years ago the earliest inscriptions which could be found was on a detatched and broken slab, dated 1880 and to the memory of the boatswain of a ship, but some of the graves without inscriptions were probably of an earlier date," *Midnapore Gazetteer*, *p. 200.*

৪। এমোলিয়া—দিনাজপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট এড্ওয়ার্ড্ ম্যাক্স্‌ওয়েলের পত্নী—মৃত্যু ২৬শে জুলাই, ১৮২২।

৫। চার্ল্স্ রাসেল্ ক্রোম্‌লীন্, ঈষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী—মৃত্যু ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২২।

৬। রবার্ট্ আলেক্‌জাণ্ডার বেণ্ট্‌লী—কলিকাতাবাসী—মৃত্যু ২২শে নবেম্বর, ১৮২৫।

৭। সারা—হেন্‌রী অস্‌বর্ণের পত্নী—মৃত্যু ৩রা জানুয়ারী, ১৮২৫।

৮। ডব্‌লিউ, এ, চামার, ভাগলপুরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্—মৃত্যু ১৬ই জানুয়ারী, ১৮২৬।

৯। ক্যাপ্‌টেন্ জেম্স রীড, বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রী, ১ম রেজিমেণ্ট্—মৃত্যু ২৩শে নভেম্বর, ১৮২৬।

১০। ডব্‌লিউ, এইচ্, ব্রেট্—কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় নৌবিভাগের মেট্—মৃত্যু ১৩ই আগষ্ট, ১৮২৬।

১১। জোস্ কার্টিন্ ষ্টেপল্‌টন্—নৌবিভাগের ব্র্যাঞ্চ্ পাইলট্—মৃত্যু ১৪ই আগষ্ট, ১৮২৬।

১২। জর্জ্জ্ ফর্ব্‌স্, এম, ডি—অ্যাসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন—মৃত্যু ২৮শে অক্টোবর, ১৮৩৭।

১৩। ক্যাপ্‌টেন্ উইলিয়ম্ পীট্—"ফর্ব্‌স্" ষ্টীমারের অধ্যক্ষ—মৃত্যু ১৭ই জুন, ১৮৩৭।

১৪। রবার্ট্ পীচার—"ভ্যান্সিটার্ট্" জাহাজের ১ম অফিসার—মৃত্যু ১৯শে আগষ্ট, ১৮৩৭।

১৫। জে, এচ্, বার্লো—সিভিল সার্ভিস্—মৃত্যু ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪১।

১৬। ক্যাপ্‌টেন্ জেম্স্ ম্যাসন্, আমেরিকান জাহাজ "কোরিঙ্গা"—মৃত্যু ১৯শে মে, ১৮৫৩।

১৭। চাল্‌র্স্‌ উইলিয়ম্‌সন্‌, মাঞ্চেষ্টরের জর্জ্জ্‌ উইলিয়ম্‌সনের পুত্র—মৃত্যু ১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৪।

১৮। মাইকেল হোগ্যান্—"এ, বি, টম্‌সন" নামক অ্যামেরিক্যান জাহাজের মাষ্টার—মৃত্যু ৫ই জুলাই, ১৮৫৫।

১৯। চাল্‌র্স্‌ লিটন, পাইলট্‌, জাহাজ "স্মাল্‌উইন"—মৃত্যু ২৫শে নভেম্বর, ১৮৫৮।

২০। জে. বোটেল্‌হো, পত্নী মেরী ও পুত্র ইউজীন—মৃত্যু ৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪।

২১। এমোস্‌ ওয়েষ্ট্‌, সুপারভাইজার পূর্ত্তবিভাগ—মৃত্যু ১০ই অক্টোবর, ১৮৬৫।

কতকগুলি সমাধিলিপি এতই মর্ম্মস্পর্শী যে, পাঠ করিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। নির্জ্জন প্রকৃতির মুক্তাকাশের চন্দ্রাতপ-নিম্নে সুষুপ্ত আত্মাগুলি অনাবিল শান্তির ক্রোড়ে শায়িত। ভাগীরথী মধুর কলসঙ্গীতে এই মহানিদ্রায় সুধাবর্ষণ করে! সাগর-স্নাত চঞ্চল সমীরণ বন্য-কুসুমের সুবাস লইয়া সমাধিগুলি সুস্নিগ্ধ করিয়া তুলে! মেদিনীপুরের ঐতিহাসিক সুহৃদ্দর যোগেশচন্দ্র খেজুরীর সমাধিক্ষেত্র বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"প্রকৃতি-দেবীর স্নেহময় কোলে খাজুরীর নীরব সমাধিক্ষেত্রটি হৃদয়ে শান্তির ভাব আনয়ন করে। গম্ভীর নির্জ্জনতা এখানে দেদীপ্যমান। জনকোলাহল এখানে নীরব। পাছে মৃত বাক্তিদিগের শান্তির নিদ্রা-ভঙ্গ হয়, সে জন্য জড়প্রকৃতিও যেন ভীত ও চকিত।" (১) এই পবিত্র নির্জ্জনতার মধ্যে গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাহাসিমুখরিত সুদূর মেঘলোক হইতে দেবদূতগণ সমাহিত আত্মাগুলির জন্য কে জানে কি সুধাই না বহিয়া আনে!

খেজুরীর সে শ্রী-সৌষ্ঠব আর নাই। যে জনপূর্ণ নগরী এক সময়ে নানা

(১) শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত "মেদিনীপুরের ইতিহাস" ১ম খণ্ড, ৩৯৩ পৃঃ।

দেশীয় মানবের কোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকিত, সুরম্য সৌধশ্রেণীতে বিভূষিত হইয়া যাহা এককালে প্রাসাদ-নগরীর সৌষ্ঠব ধারণ করিয়াছিল, আজ তাহা ভ্রষ্টশ্রী হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্যভূমি! শৃগালের বীভৎস চীৎকার ও



খেজুরীর সমাধিক্ষেত্র ও পরিত্যক্ত খেজুরী
( পোষ্ট্ আফিসের উপর হইতে গৃহীত চিত্র )

বিহঙ্গের কলধ্বনিমাত্র তাহার নিস্পন্দ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে বর্ত্তমান! উপর্য্যুপরি প্লাবনাদি নৈসর্গিক বিপ্লবে শ্রীসম্পদময়ী খেজুরী বিধ্বস্ত হইয়াছে।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে খেজুরীর নিকটস্থ নদীপথ অল্পে অল্পে অগভীর হইয়া উঠিতেছিল। (১) কিন্তু ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের হুগলী নদীর সারভে রিপোর্টে

(১) "In 1760 in consequence of the river getting worse, vessels at Kedgeree were not to draw more than 16 feet."

খেজুরী নৌপথের অবস্থা উত্তম ছিল বলিয়াই জানা যায়। (১) কালক্রমে উপর্য্যুপরি ঝটিকাবর্ত্ত ও প্লাবনের আতিশয্যে খেজুরীবন্দর ধ্বংস ও নদী-প্রণালী (channel) পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সাগরদ্বীপের নিকট New Anchorage বা নূতন পোতাশ্রয় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট তারিখযুক্ত ইংরাজ নাবিক রবার্টের রোজ্‌নাম্‌চায় দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের জাহাজ মান্দ্রাজ হইতে যাত্রা করিয়া পঞ্চম দিবসে New Anchorageএ উপস্থিত হইয়া সেখানে দশদিন অবস্থান করিয়াছিল। (২) ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা জেনারাল পোষ্টাফিসের একটি বিজ্ঞাপনে জানা যায়, খেজুরী হইতে ডাক-নৌকাগুলির সাগরদ্বীপ পর্য্যন্ত যাওয়া আসা বিপজ্জনক বিবেচিত হওয়ায়, কলিকাতা হইতে সরাসরি New Anchorage পর্য্যন্ত জাহাজে ডাক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। (৩) সুতরাং এই সময়ের পূর্ব্বেই ভাগীরথীর খেজুরীর নিকটস্থ 'চ্যানেল্‌' পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, মনে করা যায়। ইতিমধ্যে ডায়মণ্ড্‌ হারবার বন্দরে পরিণত হওয়ায়, সেখানে খেজুরীর ন্যায় শুল্কবিভাগীয় কার্য্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (৪)

---

Long's *Selections from unpublished Records of the Govt. of India. vol, I, Introduction, p, xxxiii.*

(১) "For going out or coming in of Kedgeree finds good water, not having less than 16 feet at low water spring tide." *India Gazette, Aug, 13, 1807. Ibid, p. 503*

(২) Bengal : Past and Present, vol. xvi, nos. 31-32 p. 189

(৩) H. D. Sanderson's *Selections from Calcutta Gazette, vol, V, p 641.*

(৪) "At Diamond Harbour the Company's ships usually unload their outward and receive the greater part of their homeward bound cargoes, from whence they proceed to Saugor roads, where the remainder is taken in."

Hamilton's *East India Gazetteer of 1815.*

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চের ভীষণ ঝটিকায় খেজুরীবন্দরের যথেষ্ট ক্ষতিসাধিত হইয়াছিল। তৎকালীন 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এই ঝটিকা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"খেজুরী, সাগরদ্বীপ ও নৌপথবর্ত্তী জাহাজাদির ক্ষতি-সম্বন্ধে প্রত্যহই সংবাদ আসিতেছে। * * * ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভীষণ ঝড়ের ন্যায় এই ঝড় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। (১) ইহার কয়েক বৎসর পরেই ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখের ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত খেজুরী পোতাশ্রয়ের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এই ঝটিকা-প্রসঙ্গে 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"গত ২৭শে তারিখের রজনীতে এক অতি ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত নিকটবর্ত্তী ৬।৭ মাইল স্থান জলপ্লাবিত করিয়া খেজুরী উপকূলের বিলক্ষণ ক্ষতি-সাধিত করিয়াছে। নদী কিংবা বৃষ্টির জলদ্বারা এই প্লাবন ঘটিয়াছে—আমরা তাহা জানিতে পারি নাই ;—কিন্তু এই স্থানের নিম্নাবস্থানের বিষয় ভাবিয়া আমাদের মনে হয়, এই অনিষ্টের পূরণ হইতে বহুদিন লাগিবে। আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে—কেবলমাত্র এই দুর্ঘটনাই ঘটে নাই। নদীবক্ষে যে পরিমাণ ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে—তাহা উপকূল অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতীকারসাধ্য! * * রাত্রির অন্ধকারে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় নাই ;—প্রভাত হইলে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল! দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—যতদূর দৃষ্টি যায়, সমুদয় দেশ সলিলগর্ভে নিহিত! গ্রামবাসীরা গলা-পর্য্যন্ত জলে বালকবালিকাগুলিকে মাথায় করিয়া বালি-আড়ির দিকে আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত এই দুর্ঘটনায় হতব্যক্তির সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই ;—কিন্তু সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে আমাদের মনে হয়—মৃতের সংখ্যা

(১) *India Gazette, Aug, 13. Tuesday, 1807.* Setonkar's *Calcutta Gazette Selections. vol, IV. p. 177.*

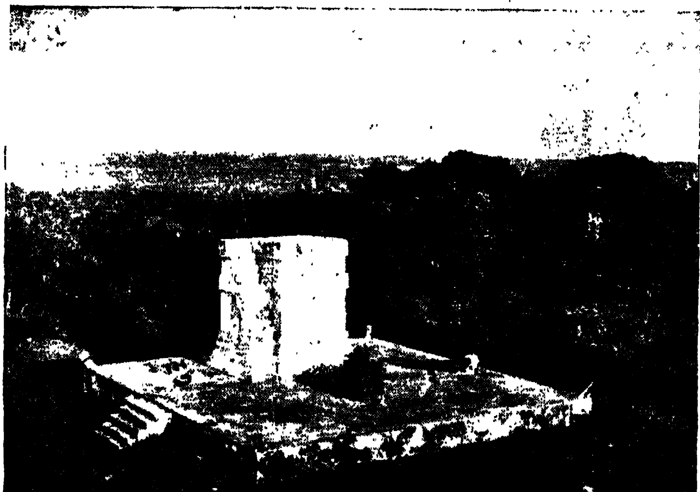
অত্যধিক হইবে। * * ৮০ বৎসর পূর্ব্বে একবার এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকে বলিতেছে। এরূপ ভীষণ ঝড় সংবাদদাতা কখনও দেখেন নাই,—অথবা অতি প্রাচীন লোকেও এরূপ ঝড়ের কথা স্মরণ করিতে পারে নাই। খেজুরী-উপকূল সম্বন্ধে সংবাদদাতার বর্ণনা প্রকৃতই বিষাদজনক। জাহাজের ধ্বংসাবশেষে নদাতীর পরিপূর্ণ! সংবাদ-দাতার ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়,—সেখানে জাহাজের যে কোনও অংশ—অতিকায় মাস্তুল হইতে ক্ষুদ্র পেরেক পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। সমুদ্রজলের প্লাবনসম্বন্ধে এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ক্যাপ্টেন্ রৌসন্ সমুদ্রের সীমা হইতে বহুদূরে একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া-ছিলেন—তাহার জল বঙ্গোপসাগরের জলের ন্যায় তুল্য লবণাক্ত।" (১) এই ঝটিকায় নিকটবর্ত্তী জাহাজ পরিচালন-পথের সমুদায় 'বয়া' ( Puoy ) নষ্ট হইয়াছিল এবং মরিশসগামী "লিভারপুল", দক্ষিণ-আমেরিকাগামী "হেলেন্" "ভেরাক্যাবেসা", কটকযাত্রী "কটক" প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জাহাজগুলি খেজুরীর নিকট চরে আহত হইয়া ধ্বংস হয়।

অতঃপর ১৮৩১ ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ বন্যার প্লাবন খেজুরীর দুরবস্থা বর্দ্ধিত করে। শেষোক্ত বর্ষের বন্যায় নদী ও সমুদ্রোপকূল বিধ্বস্ত হইয়াছিল ; জলমগ্ন হইয়া বহু মনুষ্য ও গবাদি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই জীব ও জনপদ-ধ্বংসকারী ভীষণ বন্যার বিবরণ মিঃ বেলীর সেটেল্‌মেণ্ট্ বিবরণীতে আছে। এ দেশে ইহাকে "চল্লিশ সালের লোণা ছয়লাপি" বলে। বেলীর মতে এই দুর্ব্বিপাকে এতদঞ্চলের একচতুর্থাংশ মাত্র লোক জীবিত ছিল। ইহার জলপ্রবাহের ভীষণ তরঙ্গাঘাত সমুদ্রবেষ্টক উচ্চ বাঁধ ও স্বতঃসৃষ্ট বালিআড়িগুলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়াছিল। (২)

(১) Sanderson's *Calcutta Gazette selections*, *vol.* V, *pp.* 42-47.

(২) Bayley's *Majnamootah Settlement Report*, 1844, *p.* 88. ইহার

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেটেল্‌মেণ্টের কাগজপত্র দৃষ্টিগোচর করিলে খেজুরীর তৎপূর্ব্বেই ধ্বংসমুখে পতিত হইবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। জরিপী



'বাউটা' মঞ্চ ও প্রাঙ্গণ,—এইখানে Signal mast ছিল
( Backgroundএ ভাগীরথীর মোহানা ; বামপার্শ্বে অস্পষ্টভাবে একটী জাহাজ দেখা যাইতেছে )

(১) কামানবাহী গাড়ী, (২) কামান, (৩) তিনটী প্রোথিত ক্ষুদ্র কামান। চিঠায় (২) কয়েক বিঘা জমি পূর্ব্বতন আফিস-গৃহ ও বর্ত্তমান বালুচর বলিয়া জরিপ আছে। এই চিঠায় তৎকালীন অবশিষ্ট খেজুরীবাজারের ১৯খানি

পর বর্ত্তমান অবস্থিত বেষ্টনা উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হয়। Vide *Report on the Hidgelee Province Embankments.*

(২) ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ হইতে ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মিঃ চার্লস্ পিটার হোয়াইট্ ডেপুটী কালেক্টরের অধীনে খেজুরী জরিপ হইয়া চিঠা প্রস্তুত হয়। উক্ত চিঠা মেদিনীপুর কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে।

দোকান এবং ২৬ জন বারবনিতার বাসগৃহের পরিচয় পাওয়া যায়, ৮ জন সারেঙ্গের (Serang) ঘর-বাড়ী জরিপ আছে। শুল্কবিভাগের গৃহ, খেজুরী থানা, গবর্ণমেণ্টের কয়েকটি 'আটচালা', বাবুর্চ্চিখানা, বাগান বাগিচা, গোরস্থান, 'বাউটা'মঞ্চ (Signal mast), সরকারের কয়েকটি 'কুঠি' প্রভৃতি এই জরিপী চিঠায় স্থান পাইয়াছে। "মিঃ এন্, এন্, বোস্ সাহেব" সম্ভবতঃ ঐ সময়ে খেজুরীর পোর্ট্ ও পোষ্ট্মাষ্টার ছিলেন; শঙ্কর বাবুর্চ্চি, খেউরু খানসামা প্রভৃতি ইঁহারই পরিচারক ছিল বলিয়া বোধ হয়—চিঠায় এই সমস্ত নাম স্থান পাইয়াছে। "হিউম্ সাহেবের বিবি"র নামে কিছু জমির জরিপ দেখা যায়; সম্ভবতঃ ইনিই তৎসময়ে খেজুরীর শেষ ইংরাজ বাসিন্দা কোন সাহেবের দেশীয়া পত্নী; অন্য কোনও ইংরাজ অধিবাসীর নাম চিঠায় নাই। সুতরাং য়ুরোপীয়ান্ পল্লীটী ইতঃপূর্ব্বেই ভাগীরথী ধ্বংস করিয়াছিল। খেজুরী বন্দর ও বাজারের তখন বেশ নিষ্প্রভ অবস্থা সিদ্ধান্ত করা যায়। মিঃ বেলী-লিখিত ঐ সময়ের সেটেল্‌মেণ্ট্ রিপোর্টে জানা যায়, খেজুরীতে শুল্কবিভাগের জন্য পাঁচটী কক্ষবিশিষ্ট একটি কাঁচা বাংলো এবং পোষ্ট্ মাষ্টার ও তাঁহার সহকারিগণের জন্য দুইটি ইষ্টকালয় ছিল। বোধ হয়, এই দুইটীই এখনও বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া খেজুরীর অধিবাসিদিগের সাতখানি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের উল্লেখ আছে। খেজুরী থানা খেজুরী বন্দরের নিকটেই অবস্থিত ছিল। (১) উহাতে এক জন দারোগা, এক জন জমাদার ও ছয় জন বর্ক্-আন্দাজ্ অবস্থান করিত। বর্ত্তমান খেজুরী থানার ন্যায় ইহা সুবিস্তৃত ছিল না। ইহার অধীনে কেবলমাত্র খেজুরী, সাহেবনগর, আলিচক, বামনচক, সাত-শিমলি ও ভাঙ্গনমারি এই কয়খানি গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান খেজুরী থানাভুক্ত অন্যান্য শতাধিক গ্রাম "হাঁড়িয়া কাঞ্চননগর" থানার এলাকাভুক্ত ছিল। খেজুরীর

(১) বর্ত্তমান খেজুরী থানা ৩ মাইল দূরবর্ত্তী জনকা গ্রামে অবস্থিত।

ব্যবসায়-দ্রব্যের মধ্যে স্থানীয় মুসলমানগণ টাট্‌কা মাংস, মুরগী, ফল ও শাক-সব্জী জাহাজে লইয়া বিক্রয় করিত। ( ১ )

তাহার পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বন্যা। ভাগীরথী এতকাল ধরিয়া গর্ভসাৎ করিতে করিতে খেজুরীর যাহা বাকী রাখিয়াছিলেন,—এই নির্ম্মম ঝটিকা-বর্ত্ত তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়াছে! ইহাই এ দেশে প্রসিদ্ধ 'বায়াত্তর সালের বন্যা'। এই বন্যায় সমুদ্রজলপ্রবাহ তীরবর্ত্তী সমুচ্চ বাঁধের উর্দ্ধে প্রায় সার্দ্ধ চারি হস্ত উচ্চে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। ঐতিহাসিক হাণ্টার এই বন্যার বিস্তৃত হৃদয়বিদারক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। (২) তখন খেজুরীর সৌভাগ্যসূর্য্য প্রায় অস্তগামী, দুই একটি কীর্ত্তি যাহা অবশেষ ছিল, এই নৈসর্গিক বিপ্লবে তাহার অবসান হয়। এই প্রদেশবাসী প্রায় বারো আনা লোক এই বন্যায় প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যু-সংখ্যার ভীষণতা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে যে, এতদঞ্চলের একটি দায়রা সোপর্দ্দ ডাকাতী মোকদ্দমায় ৩২ জন সাক্ষী ছিল, কিন্তু বন্যার পর তাহা-দিগের মধ্যে দুই জনকে মাত্র জীবিত পাওয়া গিয়াছিল! এই বন্যার জলস্রোতের বেগে খেজুরীর সামুদ্রিক বাঁধ ( Embankment ) ভগ্ন হইয়া একস্থানে জলপ্রপাতের ন্যায় জল পড়িয়া একটা সুগভীর হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছিল,—তাহা এখনও বর্ত্তমান। ( ৩ )

খেজুরী-বন্দরের যুরোপীয়ান বসতির সুরম্য হর্ম্ম্যগুলি নিশ্চিহ্নরূপে লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই স্থান দেখিয়া কেহই ধারণা করিতে পারিবেন না যে, ইহা একসময়ে এত সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল। য়ুরোপীয়দিগের বাস-সংশ্রবের

(১) Bayley's *Majnamootah Report, 1844, pp. 96-105.*

(২) Hunter's *S. A. B, vol. III, pp. 209-227.*

(৩) ১৮৩১ সালের বন্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমস্ত বাঁধ বিধ্বস্ত হওয়ার পর ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নূতন বাঁধ প্রস্তুতদ্বারা ভাগীরথী ও রসুলপুর নদীর জলোচ্ছ্বাস হইতে রক্ষিত হইয়াছিল। সেই বেষ্টন-বাঁধ এখনও বর্ত্তমান আছে।

চিহ্নস্বরূপ এই স্থানটীর 'সাহেবনগর' আখ্যা বর্ত্তমান আছে মাত্র। 'সাহেব নগর' এক্ষণে কৃষকের হলকর্ষিত ভূমিমাত্র! প্রাচীন স্মৃতির শেষ নিদর্শন-স্বরূপ দুইটী ইষ্টকালয় এখনও বর্ত্তমান। একটী পোষ্ট্ আফিস ভবন;— অল্প দিন হইল খেজুরী পোষ্ট্-আফিসটিও ঐ স্থান হইতে লোকালয়ে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সুন্দর বাটীখানি গবর্ণমেণ্ট্ বিক্রয়েচ্ছু বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সংস্কারের অভাবে ক্রমে গৃহটী জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অন্যটীতে পূর্ত্তবিভাগীয় কর্ম্মচারী অবস্থান করেন এবং ইহার একাংশ ডাক-বাংলোরূপে ব্যবহৃত হয়। পোষ্ট আফিসগৃহের ঠিক সম্মুখেই 'বাউটা' প্রদানের মাস্তুলদণ্ড ( Signal mast ) ছিল। তাহার কর্ত্তিত তলদেশ ও সোপানযুক্ত মঞ্চ এখনও বর্ত্তমান। ঐ স্থানে একটী কামান ও কামানবাহী লৌহশকট আছে। কামানটীতে ১৭৯৮ খ্রীঃ ক্ষোদিত আছে। ইহা সঙ্কেতের ( Signalling ) জন্য ব্যবহৃত হইত। 'বাউটা' মঞ্চের প্রাঙ্গণে তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান একত্র প্রোথিত দেখা যায়। বন্দরের হিন্দুকর্ম্মচারী ও ডাক-নৌকার হিন্দু নাবিকগণ যেখানে মহোৎসবে ৺গঙ্গাপূজা করিত,— সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর এখনও "গঙ্গাপূজার বাড়ী"রূপে বর্ত্তমান। মুসলমান লস্করেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুসজ্জিত 'তাজিয়া' লইয়া ভাঙ্গনমারির 'কারবেলা' ময়দানে বিপুলোল্লাসে 'মহরম' নিষ্পন্ন করিত। খেজুরীর 'বালুবস্তি' নামক পল্লী নানা প্রদেশবাসী জাহাজের মুসলমান লস্করদিগের উপনিবেশ; এখনও তাহাদের কতকগুলি বংশধর জাহাজে কার্য্য করিয়া থাকে। খেজুরী বাজারের আর অস্তিত্ব নাই; তাহা এখন ভাগীরথীর কুক্ষিগত। যেখানে হাট বসিত, তাহা এক্ষণে নিবিড় অরণ্য! মানবের হাট ভাঙ্গিয়া অহি-নকুল-শৃগালের আস্তানা হইয়াছে! এখানে আসিলে কবির এই উক্তি মনে পড়ে,—

"Amidist these lovely regions
* * nature dwells
In awful solitude, and nought is seen
But the wild herds that
own no master's stall."



খজুরীর মহরমের মিছিল ( ভাঙ্গনমারির 'কারবেলা ময়দান )

খেজুরীতে "হালাম শাহের দীঘি" নামক একটি প্রকাণ্ড-আয়তন বিশুষ্ক সরোবর বর্ত্তমান। ইহার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই

দীঘি "হালাম শাহ" নামক কোন ব্যক্তির খনিত, কি ইহার নাম "আলম্ সায়র" (সাগর) দীঘি, তাহা ঐতিহাসিকগণের আলোচ্য। বঙ্গ-জননী-



( হিজলীর মস্‌নদ্-ই-আলার মস্‌জিদ্ )

মন্দিরের অর্ণব-তোরণে সতর্ক প্রহরিরূপে কাউখালীর সমুচ্চ আলোকস্তম্ভ খেজুরীর সীমান্তদেশে দণ্ডায়মান আছে। এই আলোক-গৃহ—ইহার নির্ম্মাণের সময় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এতাবৎ আলোক প্রদান করিয়া গত ইং ১৯২৫ সালে নদী-প্রণালীর ( channel ) পরিবর্ত্তনের জন্য অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অদূরেই বিশ্রুতনামা হিজলীর নবাব তাজ্ খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলার সংস্থাপিত মস্‌জিদ—বঙ্গোপ-সাগরের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাত উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে স্থাপয়িতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

জব্ চার্ণকের আশ্রয়লাভের সময় ( ১৬৮৭ খ্রীঃ ) হিজলী ভীষণ ম্যালেরিয়াপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। হিজলীতে গিয়া ম্যালেরিয়ার কবল হইতে অক্ষত শরীর ও সতেজ প্রাণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের অসম্ভবতা একটী দেশীয় প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। (১) একই স্থানে অবস্থিত খেজুরীর তদানীন্তন স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য কল্পনা করা যাইতে পারে হিজলী ও খেজুরী তখন পোর্ত্তুগীজ্ ও মগ অত্যাচারে জন-মানবহীন অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, লোক-চেষ্টার অভাবে তীরবর্ত্তী বেষ্টন বাঁধ ইত্যাদি ভগ্ন হইয়া স্থানটী জোয়ার-প্লাবনের নিত্য লীলাক্ষেত্ররূপে সদাসর্ব্বদা আর্দ্র থাকিত, সুতরাং ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খেজুরীর সুখ-সৌভাগ্যের দিনে বহু ইংরাজ স্বাস্থ্যলাভার্থ খেজুরীতে আসিয়া বাস করিতেন, দুই একটী সমাধি-লিপিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর লবণ-ব্যবসায়ের বিস্তৃতির জন্য খেজুরী পুনরায় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। বর্ত্তমান 'জলপাই' (২) বলিয়া কথিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী জমিগুলিতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল জোয়ারের দ্বারা প্রবিষ্ট করাইয়া আটক রাখা হইত। ঐ জলের লবণাক্ত পলিমৃত্তিকার পরিস্রবণ দ্বারা লবণ প্রস্তুত হইত। এই

---

(১) "So fatally malarious was the spot that the difference between going to Hijili and returning thence passed into a Hindustani proverb."

Wilson's *Early Annals, vol, I. p, 165.*

*cf.* also Hunter's *History of British India*—"Yet so unhealthy that it had passed into a native proverb, it is one thing to go to Hijili but quite another to come back alive."

(২) "The Jalpai lands, it may be explained were lands which being exposed to the overflow of tidal water, were strongly impregnated with saline matter."

*Midnapore Gazetteer p, 104.*

বদ্ধজল পচিয়া দূষিত বাষ্পের দ্বারা অস্বাস্থ্যের বীজ ছড়াইত। মিঃ বেলী তাঁহার ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেটেল্‌মেণ্ট্ রিপোর্টে এখানকার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—এ দেশের জলবায়ু দেশীয়দিগের উপযোগী হইলেও বিদেশী ব্যক্তির পক্ষে মহা অনিষ্টজনক ছিল। লবণ প্রস্তুতের জামগুলি হইতে নিঃসৃত দূষিত বাষ্পই ইহার কারণ বলিয়া তিনি অনুমান করেন। (১) যাহা হউক, কালক্রমে লবণ প্রস্তুতের কারখানা উঠিয়া যাওয়ায় এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইয়া জন-নিবাস বৰ্দ্ধিত হওয়ায় খেজুরী এখন স্বাস্থ্য-সম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছে। এককালে ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল বলিয়া নিন্দিত খেজুরী আজ ম্যালেরিয়া-পীড়িতের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্র-স্নাত স্নিগ্ধ সমীরণ নিদাঘের প্রচণ্ড উষ্ণতাকেও বসন্তের দিবসগুলির ন্যায় মধুর করিয়া রাখে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ লেপ্‌ট্‌নাণ্ট্ কর্ণেল শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-ডি, আই. এম্. এস্. (অবসর-প্রাপ্ত) মহোদয় এই দীন লেখকের সহিত পরিচয়সূত্রে খেজুরীতে গ্রীষ্ম-যাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানের জলবায়ু তাঁহার নিকট এতই উৎকৃষ্ট ও প্রীতিপ্রদ বোধ হইয়াছিল যে, তিনি বলিয়াছিলেন,—এই স্থান ভারতবর্ষের বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম গণ্য হইবার দাবী রাখে। এরূপ সুলভ (২) ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা তাঁহার মতে অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে সম্ভব নহে। তিনি এই স্থান ওয়াল্‌টেয়ার অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে অধিকতর হৃদ্য মনে করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থা না হইলে তিনি এখানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী গ্রীষ্মাবাস করিতেন। যাতায়াতের

(১) Bayley's *Majnamootah Report, 1844, p, 104.*

(২) খেজুরীতে বিশুদ্ধ খাঁটি দুগ্ধের সের ৵১০ হইতে ৶০ আনা। তরিতরকারীও দুর্ল্লভ নহে। চাউলও সস্তা।

অসুবিধাই এই সুস্বাস্থ্যপূর্ণ স্থানকে লোকলোচনের অন্তরালে রাখিয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহুদিনের ম্যালেরিয়া-পীড়িত অনেক জীর্ণ রোগী দৈবাৎ বা কর্ম্মোপলক্ষে এই স্থানে আসিয়া স্বাস্থ্য ও লাবণ্য লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গবাসী পুরী-ওয়াল্‌টেয়ার-দার্জ্জিলিং-মধুপুর ঘূরপাক খাইতেছেন, কিন্তু গৃহের কোণে কলিকাতা হইতে অদূর-বর্ত্তী—ডায়মণ্ড্-হারবার হইতে নৌকাযোগে অনুকূল বাতাসে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ খেজুরীর তৃপ্তিপ্রদ জলবায়ুর রোগনাশক শক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি?

# কাউখালীর আলোকগৃহ বা বাতিঘর

[ Cowcolly Light-house ]

ভাগীরথীবক্ষে যাতায়াতকারী সমুদ্রযাত্রিগণ নিশ্চয়ই এই নদীর মোহানামুখে পশ্চিমকূলে অবস্থিত বহুদূর হইতে পরিদৃশ্যমান কাউখালীর



( কাউখালীর আলোক গৃহ )

সমুচ্চ আলোকস্তম্ভটি দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকিবেন। গত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের

জানুয়ারী মাস হইতে আপাততঃ অনাবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় এই আলোকগৃহের আলোকপ্রজ্বালন স্থগিত হইয়াছে। জাহাজের যাতায়াতের পথের পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ।

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ্জ্ হিরোণ ( George Heron ) (১) ও ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টমাস্ বৌরী (Thomas Bowrey) (২) কর্ত্তৃক প্রস্তুত হুগলী নদীর নৌপথের মানচিত্রগুলিতে কাউখালীর অবস্থান প্রদত্ত আছে। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের নাবিকদিগের মানচিত্রে খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জলপ্রবাহের নাম কাউখালী নদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) এই নদীর ক্ষীণ অবশেষ এখন কাউখালী খালরূপে বর্ত্তমান। (৪) ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রেণেল্ সাহেব যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে কাউখালীর নিকট দিয়া জাহাজের গতিপথ ( Cockalee Passage ) চিহ্নিত দেখা যায়। (৫) কাউখালী খালের সান্নিধ্যে সামুদ্রিক বাঁধের পার্শ্বেই আলোকমঞ্চটি বিদ্যমান। স্থানটির নাম কাউখালী নহে—খানা-বেড়িয়া। কাউখালী গ্রাম বহুপূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভগত হইয়াছে। মিঃ বেলীর ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সেটেল্‌মেণ্ট্ বিবরণীতে দৃষ্ট হয়—তিনি পুরাতন কাগজপত্রে কাউখালী নামক গ্রামের নাম পাইয়াছিলেন, কিন্তু উহার

(১) Copy of the chart in the British Museum (Add. Mss. 5222.8.) vide Bowrey's *A Geographical Account of the Countries round the Bay of Bengal* Hakylut Society's edn.

(২) *Hedges' Diary, Vol. III.*

(৩) *Sailing Directions* of Warren and Wood.

(৪) "—these again were divided into two distinct islands by the river Cowcolly, of which the channel has now completely vanished."

C. R. Wilson's *Early Annals of the English in Bengal Vol. I p. 105.*

(৫) Rennell's Atlas.—Sheet No. XIX.

অবস্থান অনুসন্ধানে গ্রামটি সমুদ্রগত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। (১) প্রাগুক্ত মানচিত্রগুলিতে কাউখালীর দক্ষিণে কক্‌স্ নামক দ্বীপ দৃষ্ট হয়; উক্ত দ্বীপ এখন বর্ত্তমান নাই, বহুপূর্ব্বে ইহা সাগরদ্বীপের অঙ্গ পুষ্ট করিয়া থাকিবে। ইহাকে কক্ আইল্যাণ্ড বা কক্ আইলও ( Cock Island or Isle of Cock ) (২) বলিত। ইহার অবস্থান বর্ত্তমান ফুলডুবি বা মগরার দ্বীপ বা তন্নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। ওয়ারেণ্ ও উডের মানচিত্রে কাউখালী—ককার্লিস্ আইল্যাণ্ড (Cockerles Id.) বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৩) বৌরী কাউখালীকে ককালি (Cuckalee) এবং থরনটন্ ককালি (Cockaly) (৪) করিয়াছেন। কক্‌স্ আইল্ বা কক্ আইল্ নামের সহিত ককালী, ককার্লিস্ বা কাউখালী নামের সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। কারণ, কক্‌স্ আইলের সোজা-সুজি অদূরবর্ত্তী দেশভাগ ও নদীকে বুঝিবার জন্য নাবিকেরা উহারই অনুকরণে ককালি বা কাউখালী নাম রাখিতে পারে। কাউখালীই ভাগীরথীর মোহানার কাছে অবস্থিত শেষ দেশভাগ। নাবিকগণের পক্ষে উহা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। "কাউ" নামক এইদেশজ একপ্রকার বৃক্ষের নামের সহিত বর্ত্তমান খালের সম্বন্ধের জন্য কাউখালী নামের উৎপত্তি অনুমান করা যায় না। কারণ, কাউখালী নদী খালে পরিণত হইবার পূর্ব্বেও কাউখালী নামেই অভিহিত হইত। সুতরাং এককালীন সাগরদ্বীপের উত্তরপশ্চিমবর্ত্তী কক্‌স্ আইল্যাণ্ড নামের সাদৃশ্যে

(১) H. V. Bayley's *Jellamoota Settlement Report*, p. 237.

(২) Bowrey's *Countries round the Bay of Bengal*, p. 209, and foot-note.

(৩) *Hedges' Diary* Vol. III. p. CCVII.

(৪) Thornton's English Pilot Pt. III. p. 7 of 1711.

"কাউখালী" নাম হওয়াই সম্ভব। এই নাম যে তৎকালীন নাবিকগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম হিজলী পর্য্যন্ত বড় জাহাজ আসিতে আরম্ভ করে। (১) ইহার পূর্ব্বে বালেশ্বর পর্য্যন্ত জাহাজ আসিতে পারিত;—কারণ, তখন এ দিকে জাহাজের গমনাগমনের পথ বা 'হাল' চিহ্নিত হইয়া Pilot's establishment বা চরবহুল নদীমুখে জাহাজপরিচালনকারী নাবিকসঙ্ঘ গঠিত হয় নাই। ছোট ছোট 'স্লুপ' (Sloop) নামক জাহাজে বালেশ্বর হইতে মালপত্র বোঝাই করিয়া কলিকাতাদি বন্দরে প্রেরিত হইত। এইরূপ জাহাজের গতায়াতে ও নানাদেশীয় বণিক্‌গণের সমাবেশের জন্য ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে খেজুরী একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দরে পরিণত হয়। কিন্তু কাউখালীর নিকট তখন 'হাল' না থাকায় বোধ হয়, ঐ স্থানে আলোকগৃহ স্থাপনের প্রয়োজন হয় নাই। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জে, র‍্যান্‌সম্ লিখিয়াছেন যে, কাউখালীর নিকটে একটি 'হাল' বা নৌ-পথ গঠিত হইয়াছে। (২) এই 'হালই' রেণেলের মান-চিত্রে 'কাউখালী প্যাসেজ্' বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই 'হালে'র উপযোগিতা বুঝিয়া ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কাউখালীর আলোক-গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেটেল্‌মেণ্টের বিবরণে মিঃ বেলী লিখিয়াছেন, কাউখালীর পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র ক্রমে ক্রমে সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া স্থলভাগের দিকে অগ্রসর

(১) Sir R. Temple's note in '*Bowrey*' p. 166.

(২) "I find no visible alteration in the river at the last survey,—Cowcolly only excepted, where there is a good navigable channel opened within the buoy of the flat of the shore, preferable either to the outward channel commonly called the new channel or the old channel of Cowcolly."

Rev. J. Long's *Records of the Govt. of India* p. 10.

হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে চর পড়িতেছে। (২) আলোক-গৃহটী মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত খেজুরী থানায় অবস্থিত। ইহার আলোক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দেই প্রদর্শিত হইয়াছিল। (৩) সাগরদ্বীপস্থ আলোকগৃহের নির্ম্মাণকল্পনামাত্র ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল, (৪) কিন্তু ইহার আলোকপ্রদর্শন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে হয়। (১) মহানদীর মুখে ফল্‌স্‌ পয়েণ্ট আলোকগৃহের প্রথম আলোকপ্রদর্শন ইহারও পরে অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। (২) সুতরাং কলিকাতার পোর্ট্‌ কমিশনারগণের এলাকাভুক্ত আলোকগৃহগুলির মধ্যে কাউখালীর আলোকগৃহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

---

(২) "It was erected in 1810 to guide vessels into the Kedgeree roads, and is still useful to passenger steamers of light draft going down the western channel to Chandbali."

*Midnapore District Gazetteer, p. 198.*

"Since it was erected the sea has considerably encroached upon the adjacent lands."

Mr. H. V. Bayley's *Majnamootah Settlement Report, 1844. p. 102.*

(৩) "The light was first exhibited in 1810."

O. C. Ollenbach's *Tide tables for the River Hooghly p. 85.*

(৪) "The plan of an erection of a Light house on Saugor Island, having been approved by the Court of Directors an artist for the superintendence of the work was sent from England and arrived in Calcutta by the late ships."

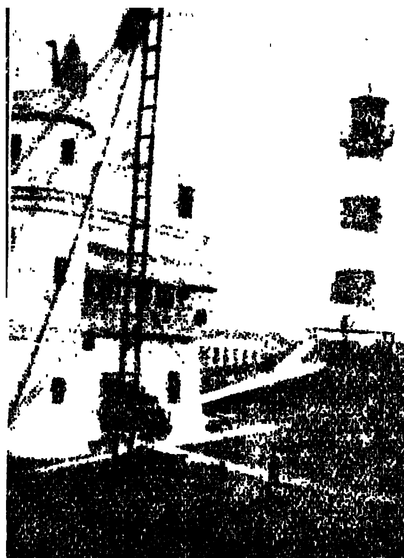
*Calcutta Gazette. January 7, Thursday, 1808.*

Adapted from H. D. Sanderson's *Selections from Calcutta Gazette. Vol. II. p. 191.*

(১) Ollenbach's *Hooghly River, p. 86,* সাগর দ্বীপের এই আলোকস্তম্ভ সমুদ্রগত হওয়ায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, উহার উত্তরে কিয়দ্দূরে এই আলোক সরাইয়া পুনঃ সংস্থাপিত করা হইয়াছে এবং কর্ম্মচারিগণের গৃহাদি পুনর্নির্ম্মিত করা হইয়াছে।

(২) Ibid—p. 87.

কাউখালীর আলোকগৃহ ৮০ ফুট উচ্চ একটী পঞ্চতল ইষ্টকস্তম্ভ। গৃহগুলি প্রশস্ত ও বাসোপযোগী ; গোল সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিম্নতল হইতে



সাগরদ্বীপের বর্ত্তমান আলোকগৃহ ও কর্ম্মচারীর বাসভবন

( পূর্ব্বের আলোকগৃহের অবস্থানভূমি সমুদ্রগর্ভসাৎ হওয়ায় ইং ১৯১১ সালে ইহা একটু দূরে নিরাপদ স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। পুরাতন আলোকগৃহের ফ্রেম্‌টীই স্থানান্তরিত হইয়াছে। )

সর্ব্বোচ্চ তল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ২১° ৫০′ ৯° ৯″ উত্তর দ্রাঘিমাংশ ও ৮০° ৫৬′ ৪০′ ৯″ পূর্ব্ব অক্ষাংশের মধ্যে ইহা অবস্থিত। আলোকটি পূর্ণ জোয়ারের জলরেখার ৭৫′ ফুট উর্দ্ধে বর্ত্তমান ছিল। মেঘ ও কুজ্ঝটিকা-

বর্জ্জিত দিনে ইহার আলোক ১৫ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যাইত। ইত.পূর্ব্বে ইহার আলোকের আকারপ্রকার কয়েকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান আলোক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত করা হইয়াছে। ইহা উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব ৯৬° ডিগ্রী স্থান ব্যাপিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি রেখায় আলোকদান করিত। পূর্ব্বে ইহা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে থাকিলেও ইহার শেষ য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী মিঃ ও, এইচ, ডিটোর্সের (O. H. Detours) সময়ে ইহার ভার জনৈক দেশীয় টিণ্ডালের (Tindal) উপর ন্যস্ত হয়। বোধ হয়, সেই সময় হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুদীর্ঘ এক শতাব্দী কালের উপর প্রত্যহ প্রদর্শিত হইয়া গত জার্ম্মান্ যুদ্ধের সময় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'এম্‌ডেনে'র আশঙ্কায় অস্থায়িভাবে একমাসের জন্য ইহার আলোক নির্ব্বাপিত ছিল। তাহার পর নিয়মিত আলোক প্রজ্বলিত হইয়া গত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে অপ্রয়োজনীয়তার জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে। জানি না, ভাগীরথী এই আলোকগৃহের নিকটে আবার নূতন 'হালের' পত্তন করিয়া কখনও ইহার নির্ব্বাণদীপ প্রজ্বালিত করাইবেন কি না! এই আলোকগৃহের কার্য্য বন্ধের জন্য অনেকগুলি দরিদ্র পল্লীবাসীর অন্নের উপায় গিয়াছে। তাহারা বহুদিন এই আলোকগৃহে চাকরী করিত।

# পরিশিষ্ট

## থানা খেজুরী

[ গ্রাম সংখ্যা, পরিমাণ-ফল প্রভৃতি ] *

| থানা নম্বর | জুরিসডিক্শন বা এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সারভে নম্বর | পরিমাণ-ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ | ডিহি এড়েঞ্চ | কেওড়ামাল তরফ এড়েঞ্চ | ২০৮২ | ৫০৯,২২ একর |
| ২ | ২০ | দক্ষিণ কলমদান | " | ২০৮৩ | ১,৩৯৫,৩৫ একর |
| ৩ | ২১ | আলিচক | " | ২০৬৫ | ১,০১৬,৮৬ একর |
| ৪ | ২২ | কণ্ঠিবাড়ী | " | ২০৬৩ | ৮৬৫,৫২ একর |
| ৫ | ২৩ | কাঁকুড়িয়া | " | ২০৬৪ | ১৪৪,১৮ একর |
| ৬ | ১৮ | পাটনা | " | ২০৬৬ | ১,২৯৫,৮৪ একর |
| ৭ | ১৭ | কুল্ঠা জগন্নাথ চক | " | ২০৬৭ | ১৩০,৭৮ একর |
| ৮ | ১৬ | কুল্ঠা | " | ২০৬৮ | ৯০২.৭৬ একর |
| ৯ | ১৫ | অজয়া | " | ২০৬৯ | ৯০৪.৮০ একর |

* Vide *Jurisdiction List. Thana Khajuri*, compiled by the Settlement officer, Midnapore.

| থানা নম্বর | জুরিসডিকশন ব এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ রেভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | ১৪ | চিঙ্গুড় দনিয়া | কওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০৭০ | একর |
| ১১ | ১৩ | আলী আমজাদ্ চক | „ | ২৽৫৫ | ৯১ ৮ একর |
| ১২ | ১২ | আমজাদ্ নগর গোলকপাত্র | „ | ২৽ ৬ | ৪৮২. ৮ একর |
| ১৩ | ১১ | ঠাকুর চক | „ | ২৽ ৭ | ১৬২. একর |
| ১৪ | ১ | জাহানাবাদ | „ | ২০ | ৩৪৬.১১ একর |
| ১৫ | ২ | কলাগেছিয়া | „ | ২০ ৯ | ৪৩৯ ২৩ একর |
| ১৬ | ১০ | কামারদা | „ | ২৽ ৮ | একর |
| ১৭ | ২৫ | দেউল-পোতা | „ | ২৽ ৯ | একর |
| ১৮ | ২৬ | কেশবচক | „ | ২ ৬১ | ৩২১ একর |
| ১৯ | ২৪ | গোলাবাড়ী | „ | ২ ৬০ | ৩৫৫ ৮৪ একর |
| ২০ | ৬১ | দেখালী | „ | ২ ৬২ | ৫৩৪ একর |
| ২১ | ২৭ | হলুদবাড়ী | „ | ২ ৪২ | ১৯ একর |
| ২২ | ২৮ | জগন্নাথচক | „ | ২ ৪৪ | ২৪.৬. একর |
| ২৩ | ৯ | নরুল্লাচক | „ | ২ ৪৩ | ১৫৪.২৪ একর |
| ২৪ | ৮ | কাটারী | „ | ২৽ ৪৫ | ২৬৮.৯ একর |
| ২৫ | ৭ | মালদহ | „ | ২ ৪৬ | ৭৮২.৪৮ একর |
| ২৬ | ৩ | বাহারগঞ্জ | „ | ২ ৪৮ | ১২৯. একর |

| থানা নম্বর | জুরিসডিকশন বা এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সারভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৭ | ৪ | সেরখাঁচক | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ১৯৭১ | ১,৬৫৯.৭৮ একর |
| ২৮ | ৫ | পানখাই | „ | ১৯৭২ | ১,০১৪.৭৮ একর |
| ২৯ | ৬ | বারাতলা | কেওড়ামাল তরফ এড়েঞ্চ | ২০৪৭ | ১,১০৩.৩৫ একর |
| ৩০ | ৩১ | রামচক | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০০০ | ৫৪৩.৪২ একর |
| ৩১ | ৩০ | কেউচিয়া | „ | ২০০১ | ২৮১.০৫ একর |
| ৩২ | ২৯ | গড়রঙ্গ | „ | ২০০৩ | ১৫৩.৯৭ একর |
| ৩৩ | ৬১ | চৌদ্দচুলী | কেওড়ামাল তরফ এড়েঞ্চ | ২০৪১ | ৯১৯.০৬ একর |
| ৩৪ | ৬৩ | মুণ্ডমারি | „ | ২০৪৫ | |
| ৩৫ | ৬০ | কার্ত্তিকখালী | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০০৪ | ৭৯৩.২২ একর |
| ৩৬ | ৩২ | মাদাখালী | „ | ২০০২ | ৫৯৬.৬৭ একর |
| ৩৭ | ৩৩ | কসতলা | „ | ১৯৯৯ | ৪৭১.৪৩ একর |
| ৩৮ | ৩৪ | পিরিজপুর | „ | ২০০১ | ১৫৭.৪৪ একর |
| ৩৯ | ৩৫ | কুঞ্জপুর | „ | ১৯৮১ | ৩৭৪.০৩ একর |
| ৪০ | ৩৮ | হেমন্তচক | „ | ১৯৮০ | ১৮৩.৮৩ একর |
| ৪১ | ৩৭ | সাটকুমারি | কসবাহিজলী | ১৯১৯(১) | ৭২.৫২ একর |
| ৪২ | ৩৯ | তালপাটী | „ | ১৯১৯ | ২৪.৩৯ একর |
| ৪৩ | ৪০ | মানসিংহবেড় | „ | ১৯৭৩ | ১৪৮.৬৫ একর |

| থানা নম্বর | জুরিসডিকশন বা এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সারভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৪ | ৩৬ | চতুর্ভুজচক | কসবাহিজলা | ১৯৭৮ | ৬৭.৬৫ একর |
| ৪৫ | ৫০ | পুখুরিয়া | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ১৯৭৭ | ১৮২.২৪ একর |
| ৪৬ | ৪৯ | বাড়কশাড়িয়া | ” | ১৯৭৬ | ৩৭৩ ৯১ একর |
| ৪৭ | ৪১ | সাহেব নগর | ” | ১৯৭৪ | ৩৭৯.২১ একর |
| ৪৮ | ৪২ | সাহেবনগর | কসবাহিজলী | ১৯৭৫ | ৬৯৫.১৬ একর |
| ৪৯ | ৪৮ | খাজুরী | ” | ১৯৮৩ | ১,২৪৫ ১০ একর |
| ৫০ | ৪৩ | ধোবাঘাটা বামনচক | ” | ১৯৮৪ | ২৮১.২৪ একর |
| ৫১ | ৪৪ | আলিচক | ” | ১৯৮৫ | ২১০.৫৩ একর |
| ৫২ | ৪৫ | বামনচক | ” | ১৯৮৬(১) | ৩৭.৮৫ একর |
| ৫৩ | ৪৬ | সফর চটা | ” | ১৯৮৬(২) | ৪০.৪৭ একর |
| ৫৪ | ৪৭ | রাধানগর | ” | ১৯৮৬ | ৩৭৯ ৬৭ একর |
| ৫৫ | ৭৯ | সাতশিমলি | ” | ১৯৮৭ | ৩০০.০৭ একর |
| ৫৬ | ৮০ | চক অরকবাড়ি | ” | ১৯৮৮ | ৫৯.৫৭ একর |
| ৫৭ | ৭৮ | ভাঙ্গনমারি | ” | ১৯৮৯ | ৩১২.৫৫ একর |
| ৫৮ | ৮২ | ভাঙ্গনমারি | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ১৯৯০ | ৩০০.৯৫ একর |
| ৫৯ | ৫১ | কশাড়িয়া | ” | ১৯৮২ | ৬৬২.৬২ একর |
| ৬০ | ৭৬ | টেংরামারি | ” | ২০১৮ | ১১১.০৯ একর |

| থানা নম্বর | জুরি-ডিকশন বা এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সারভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬১ | ৭৫ | মনোহরচক | কসবাহিজলী | ২০১৭(২) | ৪১.০৮ একর |
| ৬২ | ৫৩ | চালতাতল্যা | „ | ২০১৭(১) | ১১৯.৬০ একর |
| ৬৩ | ৫৪ | শাহাপুর | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ১৯৯৬ | ১০৮.৩৩ একর |
| ৬৪ | ৫৫ | কাদিরপুর | „ | ১৯৯৮ | ৩৭০.৬৭ একর |
| ৬৫ | ৫৬ | ফুলবাড়ি | „ | ১৯৯৭ | ৭৩.২৯ একর |
| ৬৬ | ৫৭ | পনিখা | „ | ২০০৫ | ১৬.০৬ একর |
| ৬৭ | ৫৮ | ভূপতিচক | কসবাহিজলী | ২০১৭ | ১৭৩.৯৯ একর |
| ৬৮ | ৫৯ | পনিখা | „ | ২০১৬ | ৬০.৮৯ একর |
| ৬৯ | ৬৫ | পনিখা | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০১৭(৩) | ৬৩৩.৮২ একর |
| ৭০ | ৬৪ | শ্যামপুর জালপাই | কসবাহিজলী | ২০০৭ | ২৪৪.৮৬ একর |
| ৭১ | ৬৬ | গোড়াহার জালপাই | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০০৮ | ৪৮১.৭৯ একর |
| ৭২ | ৬৭ | গোড়াহার | কেওড়ামাল | ২০০৯ | ২১৬.৭৬ একর |
| ৭৩ | ৬৮ | গোড়াহার গোঁসাইচক | কসবাহিজলী | ২০১০(১) | ৪২.৬১ একর |
| ৭৪ | ৬৮ | কটুকা দেবী চক | কসবাহিজলী | ২০১০ | ৬৩০.৩৩ একর |
| ৭৫ | ৬৯ | মুরলী চক | „ | ২০০৬ | ১৭১.১১ একর |
| ৭৬ | ৯৭ | শ্যামপুর | „ | ২০১৩ | ৪১৯.৩১ একর |
| ৭৭ | ৯৮ | শ্যামপুর কটুকা | „ | ২০১১ | ১১২.৭৬ একর |

| থানা নম্বর | জুরিসডিকশন বা এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সারভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭৮ | ৯৯ | বোগা | কসবাহিজলী | ২০৩৮ | ৬২৭.৯১ একর |
| ৭৯ | ১১০ | কয়ালচক | „ | ২০৩৯ | ২২০.৮৬ একর |
| | | আলিপুর | „ | ৪৯৭৬ | ২৪৬.২৮ একর |
| ৮ | | সুন্দরপুর | „ | ৪৯৭৭ | ৫৯০.৭১ একর |
| ৮ | | খড়িপুখরিয়া | „ | ২০৩৭ | ১৪৯.৭৯ একর |
| ৮৩ | | শিল্লাবেড়্যা | „ | ২০৩৬ | ৩৫৯.৭৭ একর |
| ৮৪ | ৯৬ | রায়পুর | „ | ২০১৪ | ৯৭.৪৭ একর |
| ৮৫ | ৭০ | জনকা | „ | ২০১৫ | ৪৫৩.৬৮ একর |
| ৮৬ | ৭৪ | দামোদরচক | „ | ২০১৯ | ৬০.৫৮ একর |
| ৮৭ | ৭৭ | অজানবাড়ী | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ১৯৯৫ | ২৮০.০৭ একর |
| ৮৮ | ৭৩ | সেরচক | কসবাহিজলী | ১৯৯৪ | ১২২.৬১ একর |
| ৮৯ | ৭২ | জাফর চক | „ | ২০২০ | ১৪২.২৭ একর |
| ৯০ | ৭১ | বড়কশাফলিয়া | „ | ২০২১ | ১২৫.৭৩ একর |
| ৯১ | ৯৪ | আবদুল্লা চক | „ | ২০২২ | ২৩৮ ৮৭ একর |
| ৯২ | ৯৫ | ছোটকশাফলিয় | „ | ২০২৩ | ৭৫.৪৬ একর |
| ৯৩ | ০২ | বড়গরানিয়া | „ | ২০২৪ | ২৯০.১৭ একর |
| ৯৪ | ৯৩ | ছোটগরানিয়া | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০২৫ | ১৬৭.৭৯ একর |

| থানা নম্বর | জুরিস্‌ডিকশন বা এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সারভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯৫ | ৯২ | লক্ষ্মণচক | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ১৯৯৩ | ৩১২.৭৭ একর |
| ৯৬ | ৮৩ | মতিলালচক | „ | ১৯৯২ | ৩০২.৫৩ একর |
| ৯৭ | ৯১ | ঝুটিয়াহারি | „ | ২০২৭ | ৮৭.০১ একর |
| ৯৮ | ৮৪ | থানাবেড়্যা | কসবাহিজলী | ১৯৯১ | ৩১৮.৮০ একর |
| ৯৯ | ৮১ | অরকবাড়ী | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ১৯৯০ | ৫১৭.৩৫ একর |
| ১০০ | ৮৫ | বনবাসড়্যা | কসবাহিজলী | ১৯৯০(২) | ১৬৪.৯৪ একর |
| ১০১ | ৮৬ | ওয়াশীলচক | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০২৮ | ২২৭.৯৮ একর |
| ১০২ | ৮৭ | নান্‌কার গোবিন্দপুর | কসবাহিজলী | ২০২৯ | ৮৭ ১১ একর |
| ১০৩ | ৮৮ | গোবিন্দপুর | „ | ২০২৯(১) | ৫০.৭৯ একর |
| ১০৪ | ৮৯ | যশূয়া | „ | ২০৩০(১) | ৮০.৩৭ একর |
| ১০৫ | ৯০ | পাচড়্যা | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০২৬ | ৩২৬.৮১ একর |
| ১০৬ | ১০৪ | কলাগাছিয়া | কসবাহিজলী | ২০৩০ | ৩৬০.৮১ একর |
| ১০৭ | ১০৩ | করিমচক | „ | ২০২৬(১) | ৫৪.৪৩ একর |
| ১০৮ | ১০৫ | ছোটগরানিয়া | „ | ২০৩১ | ১১৭.৭৬ একর |
| ১০৯ | ১০৬ | গোপীচক | „ | ২০৩৫(১) | ৪৯.৯৬ একর |
| ১১০ | ১০৭ | আদমপুর | „ | ২০৩৪ | ৭২.৫৬ একর |
| ১১১ | ১০৮ | বটতল্যা | „ | ২০৩৩ | ১৩১.২১ একর |

| থানা নম্বর | সডিকশন ব এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সরভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১২ | ১১৪ | রামচক | কসবাহিজলী | ২০৩২ | ৬০.৫২ একর |
| ১১৩ | ১১৫ | ও ানপুর | ,, | ২০৩১। | ৪৭.১৭ একর |
| ১১৪ | ১১৬ | নো াপাতা | ,, | ২০৩১(২ | ৪৫.৭৯ একর |
| ১১৫ | ১১৭ | বেতালদিঘী | ,, | ২০৩১(৩ | ৯.৪৯ একর |
| ১১৬ | ১১৮ | মেইদিনগর | ,, | ২০৩১ | ৫৫ .৫৮ একর |
| ১১৭ | ১১৩ | পাতুরভেড়ী | ,, | ৪৯৭৮ | ৮০.৬৮ একর |
| ১১৮ | ১১২ | অলীচক | ,, | ৪৯৭৯ | ৮৩.৩ একর |
| ১১৯ | ১১৯ | নিজকশবা | ,, | ৪৯৮০ | একর |
| ১২০ | ... | কাদিরাব চর | ,, | ... | ৬৯৭.৩৪ একর |
| ১২১ | ১২৫ | বালিচক | গুমগড় | ৫০৩ | ২৪৮.৬৯ একর |

মোট পরিমাণ ফল ৯১,১৬৬.১১ একর বা ১৪২.৪৪ বর্গ মাইল।

[ সেন্সাস্ রিপোর্ট প্রভৃতিতে পূর্ব্বতন পরিমাণ ফল অনুযায়ী খেজুরী থানার পরিমাণ ৭৫ বর্গমাইল ধরা হইয়াছে—তাহা ভ্রমাত্মক ]

## নূতন বিধানানুযায়ী ইংরাজী ১৯২৫ সাল হইতে হেঁড়িয়া থানার নিম্নলিখিত গ্রাম খজুরী থানার অ ভুর্ক্ত হইয় ছ

| থানা নম্বর | জুরিস্‌ডিকশন বা এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সারভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৩০ | ৩৩৬ | কল্যাচক | শূজামুঠা | ২০৯৭ | ১৮৬,৫৭ এ |
| ২৩৫ | ৩ ৫ | সুন্দ্রলিয়াচক | কওড়ামাল তফফ এড়েঞ্চ | ২০৭১ | ৫৫.৪৩ একর |
| ২৩৬ | ৩৪৪ | লাক্ষি | " | ২০৭৪ | ২,৫৮১.৫৫ একর |
| ২৩৭ | ৩৪০ | ঠাকুরনগর | " | ২০৭৫ | ৬০৯.৩৭ একর |
| ২৩৮ | ৩৫ | বিক্রমনগর | " | ২০৭৬ | ৩১৭.৭০ একর |
| ২৩৯ | ৩৩২ | জরারনগর | " | ২০৮৯ | ২৯৭.৮০ একর |
| ২৪১ | ৩২৯ | খড়ার ওরফে ড়ন | বায়েন্দাবাজার | ২০৯০ | ২৭৫.৪২ একর |
| ২৪২ | ৩২৭ | দেবীচক | কেওড়ামাল তরফ এড়েঞ্চ | ২০৯২ | ৪৩৯.৭৩ একর |
| ৩৪৩ | ৩২৬ | মুকুটশীলা | " | ২০৮৬ | ৬০৬.৩২ একর |
| ৩৪৪ | ৩২৪ | বজবজিয়া | " | ২০৮৪ | ৭৫৪.৪৫ একর |
| ৩৪৫ | ৩২৫ | ঃনগর | " | ৮০৮৬ | ..৩৭৩ ৯৩ একর |
| ৩৪৬ | ২৩০ | মোহাটী | " | ২০৯১ | ৯৮৫.৫১ একর |
| ৩৪৭ | ৩৩ | শ্যামচক | " | ২০৮৭ | ১৯৯.৬৬ একর |

| থানা নম্বর | জুরিসডিকশন বা এলাকা নম্বর | গ্রামের নাম | পরগণা | রেভেনিউ সারভে নম্বর | পরিমাণ ফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৪৮ | ৩৩৩ | গোবিন্দচক | কেওড়ামাল তরফ বিশুয়ান | ২০৮৮ | ৫৮.০০ একর |
| ৩৪৯ | ৩৩৪ | হেড়্যা আত্মারামচক | " | ২০৭৭ | ৮৯৯.৮২ একর |
| ৩৫০ | ৩৪৬ | মিত্রচক | " | ২০৭৮ | ২২০.২৫ একর |
| ৩৫১ | ৩৪৭ | টিকাশী | " | ২০৭৯ | ২,৩৬৪.৪৮ একর |
| ৩৫২ | ৩৪৮ | উত্তর কলমদান | " | ২০৮১ | ১,৪৬৩.১২ একর |
| ৩৫৩ | ৩৪৯ | ছাতনাবাড়ী | " | ২০৮০ | ১১২.৪৩ একর |

মোট পরিমাণ ফল ১৩,৮০১.৫৫ একর।

এই ১৯টী গ্রামসহ ১৪০টী গ্রামসমষ্টিতে খেজুরী থানার বর্ত্তমান পরিমাণ ফল ১৬৪.০১ বর্গমাইল হইয়াছে। পূর্ব্বতন খেজুরী থানার ৯টী ইউনিয়নে ৯ জন দফাদার ও ১০৩ জন চৌকিদার ছিল। বর্ত্তমানে ৩টী ইউনিয়ন নবসংযোজিত হইয়া ১২ জন দফাদার ও ১৩২ জন চৌকীদার হইয়াছে। তালপাটী খালের অর্দ্ধাংশ ও হুগলী নদীর কতকাংশ খেজুরী থানার এলাকাভুক্ত

## খেজুরী থানার বর্ত্তমান চতুঃসীমা ঃ—

পশ্চিম—রসুলপুর নদী, হিজলী টাইডেল্ ক্যানাল্ এবং ভগবানপুর থানার ঘোলবাগ্দা, শিমুলবাড়ী, দক্ষিণ ও উত্তর বরোজ, কাটাপুকুরিয়া, বিরিবাড়ী, ধলুয়া ও জুখিয়া গ্রাম।

উত্তর—ভগবানপুর থানার ইক্ষুপত্রিকা, সাহুল্যাচক, বড় বাড়ী, মাকলাসী, পূর্ব্বচক ও মধুসূদন চক গ্রাম এবং তালপাটী খাল।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ—হুগলী নদীর মোহানা।

---

### লোক-সংখ্যা

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৮১ | ... | ৪২,১২৬ |
| ১৮৯১ | ... | ৫০,১৭৩ |
| ১৯০১ | ... | ৫৭,৫৩৭ |

| | বাসগৃহ | লোক-সংখ্যা | পুরুষ | স্ত্রী | প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা | ১৯০১—১১ এর পার্থক্য | ১৯১১—২১ এর পার্থক্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯১১ | ৯,২৫৮ | ৫৭,৩৬৬ | ২৮,৯৪১ | ২৮,৪২৫ | ৭৬৫ | শতকরা ০,৩৫ হ্রাস | ... |
| ১৯২১ | ১০,১১৪ | ৫৮২২২ | ২৯,৩৩৩ | ২৮,৮৭৯ | ৭৭৬ | ... | ১.৫ বৃদ্ধি |

প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৭৬৫; মেদিনীপুর জিলার সমস্ত থানাপর্য্যায়ে এ বিষয়ে খেজুরীর দশম স্থান। কৃষিকর্ম্মোপযোগী ভূমি শতকরা ৯৪.১১,—থানা পর্য্যায়ে চতুর্থ স্থান।

শ্রীযুত বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "Chart on Midnapore A Study" হইতে গৃহীত।

## ধর্ম্ম

| | হিন্দু | | মুসলমান | | খ্রীষ্টান | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯১১ | পুরুষ | ২৭,৩৭৭ | পুরুষ | ১,৫৬ | পুরুষ | ৪ |
| | স্ত্রী | ২৭,০৮৩ | স্ত্রী | ১,৩৩৮ | স্ত্রী | ৪ |
| ১৯২১ | পুং | ২৭,৮৭৯ | পুং | ১,৪৫৩ | পুং | ১ |
| | স্ত্রী | ২৭,৪৭৮ | স্ত্রী | ১,৪০৭ | স্ত্রী | ৪ |

## শিক্ষিত

| | বাঙ্গালা | | ইংরাজী | | শতকরা শিক্ষিতের হার | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯১১ | পুং | ৭,৯৪১ | পুং | ১৯৭ | পুং | ১৩.৮৪ |
| | স্ত্রী | ২৫৩ | স্ত্রী | ৩ | স্ত্রী | ০.৪৪ |
| ১৯২১ | পুং | ৬০৮ | পুং | ৫৭৩ | পুং | ১৪.৭৮ |
| | স্ত্রী | ৪৫৩ | স্ত্রী | ৭ | স্ত্রী | ০.৭৭ |

## জাতি ( ডিঃ গেজেটিয়ার বি. ভলুম হইতে )

হিন্দু—১৯১১ করণ ২,২৩৭, কামার ৫৪৭, কায়স্থ ১১৫, কাঁড়্রা ( কদ্মা ) ১,০৫৪, কুমার ৬৭৬, গোয়ালা ৮০৬, তাঁতি ২,৮৯৭, তেলি ও তিলি ৯৭৮, ধোপা ৭৬৯, নমঃশূদ্র ২৯২, নাপিত ১৩০১, পৌণ্ড্র্ক্ষত্রিয় ১৪,৫৯৫, বাগ্দী ১,১২৩, বৈষ্ণব ( বৈরাগী ) ৫৭৬১ ব্রাহ্মণ ১,৭৩৮, মাহিষ্য ১৬৮৩৫, রাজু, ৭৭, সদ্গোপ ২৪, হাড়ি ৩৮৪

মুসলমান—পাঠান ৩৮২, শেখ্ ২৩৮৫

১৯২১ সালের পোণ্ড্র্ক্ষত্রিয় সংখ্যা—পুং ৮,৫৯৫, স্ত্রী ৮,৬৩৮ ; অন্যান্য জাতির সংখ্যা জানা যায় নাই।

## জন্ম মৃত্যু

| | জন্ম | মৃত্যু |
|---|---|---|
| ১৯২০— | ২,২৪৩ | ১,৫৪৩ |
| ১৯২১— | ২,০২৭ | ১,৬৪৩ |
| ১৯২২— | ২,১৫০ | ১,৩৮৪ |
| ১৯২৩— | ১,৮৫৭ | ১,৩৩২ |
| ১৯২৪— | ১,৯৭২ | ১,৫৮৭ |
| ১৯২৫— (নূতন সংযোগসহ) | ২,৮৯৪ | ১,৬৭৬ |

## ১৯২৬ সালে বিদ্যালয়াদির সংখ্যা—

| | | |
|---|---|---|
| উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়— | ২ | [ হলুদ বাড়ী ও কলাগেছিয়া ] |
| মধ্য-ইংরাজী „ | ৩ | [ খেজুরী, বারাতলা ও অজয়া ] |
| উচ্চ-প্রাথমিক „ | ৩৩ | |
| নিম্ন „ | ১২০ | (নিম্ন-প্রাথমিক বোর্ড্ পাঠশালা ১) |
| উচ্চ-প্রাথমিক বালিকা „ | ৫ | |
| নিম্ন প্রাথমিক „ „ | ২১ | |

## উচ্চ প্রাথমিক পাঠার্থী বালকবালিকার সংখ্যা ঃ—( বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা পৃথক )

| | হিন্দু | মুসলমান | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| বালক— | ১৭৮৪ | ২৯ | ১৮১৩ |
| বালিকা— | ৬৬ | ৪ | ৬০ |

**নিম্ন-প্রাথমিক পাঠার্থী বালকবালিকার সংখ্যা** :—( বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা পৃথক )

| | হিন্দু | মুসলমান | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| বালক— | ৩৩৯৭ | ৭৩ | ৩৪৭০ |
| বালিকা— | ৩৩০ | ২ | ৩৩২ |

**উচ্চ-প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা**—হিন্দু ৯৮, মুসলমান ২, মোট ১০০

**নিম্ন-প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা**—হিন্দু ৩৪১, মুসলমান ১, মোট ৩৪২

**নিম্নশিক্ষার জন্য সাহায্য**—

| | |
|---|---|
| খাসমহাল— | ১২৫৭৲ |
| ডিঃ বোর্ড্— | ৫৭৫১৲ |
| ইম্পিরীয়াল গ্র্যাণ্ট্— | ৫০৭৯৲ |

খেজুরী থানায় **পোষ্টাফিসের সংখ্যা** ৪ [ খেজুরী ( Kedgeree ), জনকা ( Janka ), হলুদবাড়ী ( Haludbarih ) ও কলাগাছিয়া ( Kalagachia ) ]—সমস্তগুলিই ব্রাঞ্চ্ পোষ্ট্ অফিস।

**সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়**—জনকা এলেক্জেন্দ্রা চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী—ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড্ ও স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। একজন সব্ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও একজন কম্পাউণ্ডার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত। কাঁথি—খেজুরী ডিঃ বোর্ড্ রাস্তার পার্শ্বে দামোদর চক গ্রামে অবস্থিত। এই ডিস্পেন্সারী ইং ১৯১৬ সনের ২০শে মে তারিখে খোলা হইয়াছে।

বার্ষিক আয়,—খাসমহাল সাহায্য—৭৮০৲ টাকা, স্থানীয় প্রাপ্ত চাঁদা—১৫০৲ টাকা ও ডিঃ বোর্ডের সাহায্য আনুমানিক ১২৫০৲ টাকা। গত

ইং ১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহার পরিচালনভার ডিঃ বোর্ড্-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ব্যয়,—ডাক্তারের বেতন ৭৬৮৲ টাকা, অন্যান্য কর্ম্মচারী ( কম্পাউণ্ডার, পিয়ন ও ভৃত্য ) ৪৫৬৲ টাকা, ঔষধ-খরচ ৬০০৲ টাকা।

রোগীর উপস্থিতির প্রাত্যহিক গড় ১৯২৪—৩২, ১৯১৫—২৯ ও ১৯২৬—৩০ ; চিকিৎসার জন্য সমাগত মোট ম্যালেরিয়া রোগী ১৯২৪—৭২০, ১৯২৫—৭৪৪ ও ১৯২৬—৭২৮

এতদ্ব্যতীত অজয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বেরা মহোদয়ের স্থাপিত তাঁহার পরলোকগত পিতৃস্মৃতির স্মারক বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় "মাধব-চন্দ্র চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী"তে ( স্থাপিত ১৯২২ ) ১ জন এম. বি., ১ জন সব এসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জন এবং ৫ জন কম্পাউণ্ডার নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের বেতন, ঔষধ এবং অন্যান্য খরচ বাবৎ মাসিক প্রায় ২০০০৲ টাকা ব্যয়িত হয়। প্রাত্যাহিক উপস্থিত রোগীর গড় ইং ১৯২৬ সালে ১২৫

**খাসমহাল কার্য্যালয়**—( "বীর বন্দর খাস তহ্সীল অফিস" ) কলাগাছিয়াতে অবস্থিত। সব্ ম্যানেজার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত। ইং ১৯০৪ সালের ২৪শে জানুয়ারীতে স্থাপিত। এলাকা—খেজুরী থানা সম্পূর্ণ এবং নন্দীগ্রাম ও ভগবানপুর থানার কতকাংশ। বিশেষভাবে এই সার্কেলের আয় কোনও নির্দ্দিষ্ট মালিক পান না,—সমস্ত মাজনামুঠা ও জলামুঠা এষ্টেটের আয়ের উপর 'মালিকানা' মালিকদিগের অংশমত বিভক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হয়।

| | | |
|---|---|---|
| আয়— | খাজনা | ১,২৪,৬০২৲ টাকা |
| | সেস্ | ৭,৩৪০৲ টাকা |
| মোট— | | ১,৩১,৯৪২৲ টাকা |

এই খাসমহাল সার্কেলের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটা এষ্টেট্ আছে,—

যথা (১) মাজনামুঠা, (২) জলামুঠা, (৩) বায়েন্দা বাজার কস্‌বা খাসপতিত (৪) কেওড়ামাল ইড়িঞ্চি পানখাই, (৫) কাদিরাবাদ চর, (৬) কেউচিয়া পিরিজপুর, (৭) চর অলিচক, (৮) কণ্টিবাড়ী চর, (৯) নাকচিরা চর, (১০) খেজুরী পোষ্টাফিস্‌, (১১) জলামুঠা নিম্পি, (১২) মাজনামুঠা নিম্পি, (১৩) জলামুঠা পেশ্‌কোশ্‌, (১৪) মাজনামুঠা পেশ্‌কোশ্‌ ও (১৫) কেউচিয়া পিরিজ্‌পুর পেশ্‌কোশ।

বীরবন্দর খাসমহালের কার্য্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণের দ্বারা পরিচালিত হয় :—সব ম্যানেজার ১, হেড্‌ ক্লার্ক্‌ ও ট্রেজারার ১, একাউন্ট্যান্ট্‌ ১, রেকর্ড্‌ কীপার ১, নাজির ১, বেঞ্চ্‌ ক্লার্ক্‌ ১. মিউটেশন ক্লার্ক্‌, সব্‌ ওভার-সিয়ার ১, আমিন ২, নকলনবিশ ১. পোদ্দার ১, সব্‌ ম্যানেজারের অর্ডারলী ১. ট্রেজারি গার্ড্‌ ১, পিয়ন ১ ও ঝাড়ুদার ১; ইহা ছাড়া মফঃস্বলের জন্য ১৮ জন তহশীলদার এবং ৫২ জন 'বাড়ুয়া' বা গ্রামের প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন।

বীরবন্দর খাস তহশীল সার্কেল অন্য ৩টী খাস তহশীল সার্কেল ( বীরবন্দর, ভগবানপুর ও কুবাড়াহাটী ) সহ একজন সিনিয়র ডেপুটী কালেক্টর ম্যানেজারের অধীন। ইহাঁর কার্য্যালয় কাঁথিতে অবস্থিত। এই সার্কেলের আদায় টাকা হইতে প্রতি বৎসর Agricultural Improvements ( গ্রাম ভেড়ী নির্ম্মাণ ও খাল খোদাই ), Sanitary Improvements ( পুকুর খোদাই, আগাছা জঙ্গলাদি পরিষ্কার ) Miscellaneous Improvements ( পুল নির্ম্মাণ ইত্যাদি ) জন্য কয়েক সহস্র টাকা ব্যয়িত হয়। এই ব্যয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট হার নাই। যে বৎসর যেরূপ ভাবে উপর হইতে বজেট্‌ করা হয়—সেইরূপ ভাবে ব্যয় করা হইয়া থাকে। এই সার্কেল হইতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩৩টী উচ্চ ও ১০৫টী নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থ-সাহায্য করা হইয়া থাকে। শেষোক্ত সংখ্যার

১৫টী বালিকাদিগের জন্য। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় জনকা দাতব্য চিকিৎসালয়ে বার্ষিক ৭২০৲ টাকা সাহায্য করা হয়।

**সব্ রেজষ্ট্রী অফিস**—( Khajri "খাজরী" ) জনকা গ্রামে অবস্থিত। স্থাপনের সময় ইং ১৮৯৩ সাল। ইহার পূর্ব্বে খেজুরী থানার দলিল রেজিষ্ট্রেশন কার্য্য কাজলাগড়ে ( থানা ভগবানপুর ) অবস্থিত ছিল।

ইং ১৯২৪—১৯২৬ পর্য্যন্ত খেজুরী সব্ রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলাদি ও আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

| ইংরাজী সন | | ১৯২৪ | ১৯২৫ | ১৯২৬ |
|---|---|---|---|---|
| আয় | | ৪৩২২।০ টা. | ৬৮৪৭৸০ টা. | ৯০৪১।০ টা. |
| ব্যয় | | ৩৭৩০৸৶০টা. | ৩৭৩৪।৵৬টা. | ৩৩০১॥৶৬টা. |
| রেজেষ্ট্রীকৃত দলিলের সংখ্যা | | ২৬৮১ | ৩৫২৩ | ৪৫৭৪ |
| বিক্রয় কোবালার সংখ্যা | | ৯৪০ | ১১৬৬ | ১২৯৭ |
| তমস্থকের সংখ্যা | | ১১৮৭ | ১৭৫৩ | ২৭৭০ |
| কোবালা | বাৎসরিক মোট মূল্য | ২২৬৭৭৪৲ | ২৮১৬৫৮৲ | ২৭৯৩৬৩৲ |
| | বাৎসরিক মোট রেজেষ্ট্রী ফিঃ | ১৫২৭।০ টা. | ২৩৭৩॥০ টা. | ২৯৯৮৸০ টা. |
| তমস্থক | বাৎসারিক মোট মূল্য | ১৬১১৬৭৲ | ২১৪৭৫৬৲ | ২৮১৩৫৮৲ |
| | বাৎসরিক মোট রেজেষ্ট্রী ফিঃ | ১৫২৬।০ টা. | ২৬১৯৲ | ৪৩০৪৲ |

**পূর্ত্ত-বিভাগ**— পূর্ত্ত-বিভাগীয় কর্ম্মচারী জনৈক সব্ ওভারসিয়ার ( Sectional officer ) খেজুরী গ্রামে থাকেন। ইঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী তমলুক মহকুমার মহিষাদল থানায় অবস্থিত ইটা-মগ্‌রাতে থাকেন।

ইং ১৯২৪—১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত **বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ** (ইঞ্চি) নিম্নে প্রদত্ত হইল। ( বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র ( Rain Gauge ) খেজুরী থানা-কম্পাউণ্ডে অবস্থিত )

| ইংরাজী সাল | ১৯২৪ | ১৯২৫ | ১৯২৬ |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | ·০৯ | ·৪৩ | ১·৫১ |
| ফেব্রুয়ারী | ·৪০ | — | ·০৮ |
| মার্চ্চ | — | ১·৮৬ | ৫.১২ |
| এপ্রিল | ·০১ | ১·৯৬ | ·৯৯ |
| মে | ২.১২ | ২.১০ | ৩·৬২ |
| জুন | ১.৭৬ | ৯.৫৪ | ৩.৬৭ |
| জুলাই | ৬.৮১ | ১২.৩৭ | ১৭.৪২ |
| আগষ্ট | ১২.৯৫ | ৭.১০ | ১৬.৬০ |
| সেপ্টেম্বর | ১০.১২ | ৫.৫৭ | ১১.৩৫ |
| অক্টোবর | ৫.৪৪ | ১৫.৭৮ | ৫.৯২ |
| নবেম্বর | ৪.৪৯ | ·৬৫ | – |
| ডিসেম্বর | — | — | — |
| মোট পরিমাণ | ৪৪.১৯ | ৪৭.৩৬ | ৬৬.২৮ |

**ডাক-বাংলো**—খেজুরী, বোগা ও চৌদ্দ চুলী এই তিনটী গ্রামে তিনটী ডাকবাংলো আছে।

**খেজুরী আসিবার পথ**—(১) বি. এন. রেলওয়ের কণ্টাই রোড্ ষ্টেশন ( বেলদা ) হইতে কাঁথি ৩৬ মাইল ( মটর ও গরুর গাড়ী ), কাঁথি হইতে কাঁথি-খেজুরী ডিঃ বোর্ডের রাস্তা ১৫ মাইল—গরুর গাড়ী, পাল্কী অথবা রিজার্ভ্ মটর পাওয়া যায়।

(২) ডায়মণ্ড্ হারবার হইতে নৌকাযোগে খেজুরী "তালপাটী"র ঘাট পর্য্যন্ত হুগলী নদীতে আসা যায়। এই পথে অনুকূল বায়ু থাকিলে ২।৩ ঘণ্টা মাত্র সময় লাগে। নৌকা রিজার্ভ্ ভাড়া পাওয়া যায়। খেয়া সার্ভিস্ নাই।

(৩) ডায়মণ্ড্ হারবার হইতে সর্ব্বদা কুল্পীঘাট হইয়া কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত যাত্রি-নৌকা চলিয়া থাকে; ঐ নৌকাযোগে কাকদ্বীপ গেলে তালপাটীর ঘাটে আসিবার খেয়া-নৌকা পাওয়া যায়। নৌকা প্রতি সোম ও শুক্রবার ছাড়িয়া থাকে এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহে ১২ ঘণ্টায় খেজুরী উপস্থিত হয়।

(৪) আর্ম্মাণী ঘাট হইতে কলিকাতা ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ঘাটাল ষ্টীমার সার্ভিসে গেঁওখালী ( ভাড়া ॥৴১০ ) আসিয়া সেখান হইতে ভাউলিয়া রিজার্ভ্ করিলে হিজলী টাইডেল্ কেনাল ও রসুলপুর নদীযোগে খেজুরী আসা যায়।

(৫) ডায়মণ্ড্ হারবার হইতে খেয়াতে হুগলী নদী পার হইয়া কুকড়াহাটি হইতে খেজুরী হাঁটা-পথে আসিবার ডিঃ বোর্ডের উত্তম রাস্তা আছে, যান-বাহনাদি পাওয়া যায় না। দূরত্ব—কুকড়াহাটি হইতে প্রায় ৩২ মাইল।

(৬) গেঁওখালি হইতে হাঁটাপথে মহিষাদল হইয়া হল্দি নদীর খেয়াপার দ্বারা তেরপাখিয়া আসিয়া হাঁটাপথে সরাসরি নন্দীগ্রাম থানার মধ্য দিয়া খেজুরী আসা যায়। রাস্তা মন্দ নহে। যানবাহনাদি পাওয়া যায় না। দূরত্ব—গেঁওখালী হইতে প্রায় ২৮ মাইল।

(৭) গেঁওখালি হইতে ভাড়াটিয়া ভাউলিয়া যোগে হিজলী টাইডেল ক্যানেল দিয়া রস্থলপুর নদী হইয়া রস্থলপুর-খেজুরী ডিঃ বোর্ড্ রাস্তার নিকট আসা যায়।

**হাটবাজার**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাটবাজার অনেক আছে, সেগুলি উল্লেখযোগ্য নহে। অজানবাড়ী ও বীরবন্দর গ্রামে অর্দ্ধসাপ্তাহিক প্রকাণ্ড হাট হইয়া থাকে। অজানবাড়ীর হাট প্রতি সোম ও শুক্রবার বিকালে এবং বীরবন্দর হাট প্রতি শনি ও মঙ্গলবার প্রাতে বসিয়া থাকে।

## ক্ষুদ্র হাট ঃ—

| গ্রামের নাম | | হাটবসিবার দিন ও সময় |
|---|---|---|
| বোগা | ... | রবি ও বৃহস্পতিবার প্রাতে। |
| | ... | শনি ও মঙ্গলবার বিকালে। |
| চুণপাড়া | ... | বুধ ও রবিবার বিকালে। |
| গোড়াহার | ... | শুক্র ও সোমবার সকালে। |
| হল্দবাড়ী | ... | রবি ও বুধবার সকালে। |
| মালদহ | ... | শনি ও মঙ্গলবার বিকালে। |
| কলাগেছিয়া | ... | সোম ও শুক্রবার বিকালে। |
| টাকাপুরা | ... | বুধবার ও রবিবার বিকালে। |
| গড়রং | ... | শনি ও মঙ্গলবার বিকালে। |
| রামচক | ... | শনি ও মঙ্গলবার সকালে। |
| কুলঠা | ... | শুক্র ও সোমবার সকালে |
| কাঞ্চননগর ( কামার-দা ) | | শনি ও মঙ্গলবার বিকালে। |
| মুরলী-চক | ... | শনি ও মঙ্গলবার বিকালে। |
| গোপীচক | ... | শনি ও বুধবার বিকালে। |

| | | |
|---|---|---|
| টিকাশী | ... | বুধ ও রবিবার সকালে। |
| সুরুলিয়া চক | ... | বুধ ও রবিবার বিকালে |
| কৃষ্ণনগর | ... | বৃহস্পতি ও সোমবার সকালে। |
| মোহাটী | ... | রবি ও বুধবার সকালে। |

**মেলা**—পৌষসংক্রান্তিতে হিজলীর উপকূলে ভাগীরথীর মোহানায় একটী স্নানের মেলা বসিয়া থাকে। ইহা ছাড়া কাঞ্চননগর গ্রামে মাঘ মাসে, ভৈমী একদশীতে গোপীচক গ্রামে চৈত্রমাসে চড়ক সংক্রান্তিতে, অজ্ঞানবাড়ীতে চড়কসংক্রান্তি ও বৈশাখমাসে বারোয়ারি উপলক্ষে, ঠাকুরনগরে দোলপূর্ণিমায় বারোয়ারি উপলক্ষে ফাল্গুন মাসে, বীরবন্দর গ্রামে শ্রীপঞ্চমীতে, কলাগাছিয়া গ্রামে খাসমহাল কর্ম্মচারিগণের উদ্যোগে নবস্থাপিত "যোগেশ-বান্ধব" মেলা, ৺শিবরাত্রি উপলক্ষে মেহদীনগর গ্রামে ৺ভীমেশ্বর মহাদেব স্থানে, রামচকে তুফান গাজীপীরের স্থানে চৈত্র মাসে ও অন্যান্য কয়েকটী স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক মেলা বসিয়া থাকে।

**বৃহৎ পুষ্করিণী**—জনকা গ্রামে খেজুরী থানাগৃহের সান্নিধ্যে ডিঃ বোর্ডের পথের পার্শ্বেই একটী সুপেয় পানীয় জলের পুষ্করিণী আছে,—এতদঞ্চলের মধ্যে ইহার জল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও ব্যবহারোপযোগী। গ্রীষ্মকালে বহুদূরবর্ত্তী গ্রামের লোকে ইহার জলের দ্বারা জীবনরক্ষা করিয়া থাকে। [ প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে মাজনামুঠা ও জলামুঠা এষ্টেটের তদানীন্তন ইজারাদার রামনারায়ণ বেরার তত্ত্বাবধানে এতদঞ্চলে কতকগুলি পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল,—তন্মধ্যে এই পুষ্করিণীটী অন্যতম। এখনও এই পুষ্করিণী তজ্জন্য 'রামনারায়ণ বেরার পুকুর' নামে অভিহিত। প্রত্যুতপক্ষে ইহা জমিদারী এষ্টেটের ব্যয়েই খণিত হইয়াছিল। এই পুষ্করিণীটী বর্ত্তমান খাসমহালের তত্ত্বাবধানে আছে। ৺রামনারায়ণ বেরা ১২৩১ হইতে ১২৪৭ সাল পর্য্যন্ত ইজারাদার ছিলেন ; ইঁহার পরে ৺শম্ভুরাম

মিস্ত্রা ইজারা গ্রহণ করেন। ( Bayley's *Jellamootha Report, p. 331, para 107* ) অন্যত্র তেমন উল্লেখযোগ্য বৃহৎ পুষ্করিণী নাই।

**প্রাচীন দীঘি,**—(১) পনিখার দীঘি [ ইহার বিস্তীর্ণ পাড়মাত্র বিদ্যমান, দীঘিটী মজিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী হইয়াছে ]

(২) খেজুরী গ্রামের "হালাম্ শা'র দীঘি"—[ ইহা আংশিকভাবে এখনও বর্ত্তমান আছে ] ইহা ছাড়া বাসুদেব পুর রাজবংশের কীর্ত্তি কৃষ্ণ-নগরের দীঘিও উল্লেখযোগ্য।

**উল্লেখযোগ্য অধিবাসিগণ*** শ্রীগজেন্দ্রনাথ মাইতি জমিদার ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ গোপীচক, [ এই মহাত্মার বদান্যতায় অন্নসত্র প্রদত্ত হইয়া গত ১৩২২ সালের দুর্ভিক্ষে কস্‌বাহিজলী পরগণার প্রজাবৃন্দ রক্ষিত হইয়াছে। ]

শ্রীজগদীশচন্দ্র মাইতি—কলাগাছিয়া [ সুযোগ্য দেশকর্ম্মী ও জমিদার ]। শ্রীক্ষেত্রমোহন বেরা—অজয়া,—জমিদার ও প্রসিদ্ধ মাধবচন্দ্র "দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংস্থাপক।" শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ জানা—জমিদার, পানখাই। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মাইতি—জমিদার, সাঁওতান চক। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন—জমিদার, জগন্নাথ চক। শ্রীরামহরি মণ্ডল—বোগা। চৌধুরী রাজেন্দ্রনারায়ণ

---

* প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ বেলী তদীয় সেটেল্‌মেণ্ট রিপোর্টে এই থানার কস্‌বা-হিজলী পরগণার নিম্নলিখিত প্রতিপত্তিশালী অধিবাসিগণের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন—(১) আম্‌জাদ্ আলী ( মস্‌নদ্-ই-আলার খাদিমের বংশধর ) (২) পরমানন্দ দাস (৩) দামোদর গিরি (৪) শম্ভুরাম মিস্ত্রা ইজারদার (৫) জগন্নাথ মাইতি (৬) বাবুরাম গুড়িয়া (৭) বড় হাড় মণ্ডল (৮) বংশীদাস ও (৯) রামচাঁদ সাঁউৎ; কালের উত্থান-পতনের নিয়মে এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে ইঁহাদের অধিকাংশের বংশীয়গণের অবস্থা শোচনীয়—কাহারও কাহারও বংশাবলী সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

মিশ্রা—জমিদার, বোগা। শ্রীবসন্তকুমার দাস (প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী) রামচক। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ—জমিদার, খেজুরী। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সামন্ত দেখালী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অধিবাসীর নাম-তালিকা, নিম্নে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিপ্রাপ্ত ও গ্রন্থকারগণের নাম তালিকায় দ্রষ্টব্য।

## বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিপ্রাপ্ত এবং অন্যবিধ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ—

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস বি. এল. (খেজুরী থানার সর্ব্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট ও উকীল, কাঁথি) রামচক। শ্রীরাখালকৃষ্ণ মণ্ডল এম. বি., ডি. পি. এইচ. রামচক। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি. এল. পাঁচাড়িয়া। শ্রীদীনবন্ধু দাস—উকীল (ডায়মণ্ড্ হারবার), ভাঙ্গনমারি। শ্রীরমানাথ দাস এম. এ. বি. এল. উকীল (ডায়মণ্ড্ হারবার), ভাঙ্গনমারি। শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস এম. এ., (বি. এল পাঠার্থী) কশাড়িয়া। শ্রীহরেকৃষ্ণ মণ্ডল—উকীল (কাঁথি) ঘাটকুমারী। শ্রীবিনয়ভূষণ মণ্ডল বি. এ., ঘাটকুমারী। শ্রীসরোজকুমার মাইতি বি. এল সাঁওতান চক। শ্রীরেবতীনাথ মাইতি—বার-অ্যাট্-ল. সাঁওতানচক। শ্রীগোপীনাথ মাইতি—উকীল (কাঁথি), সাঁওতানচক। শ্রীশ্রীনিবাসচন্দ্র দাস বি. এ.—ঘোলাবাড়। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি এম. এ. (প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী) কামারদা। অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল এম. এ.—জাহানাবাদ। শ্রীগোপালচন্দ্র মাইতি বি. এ., বি. টি.—জাহানাবাদ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মিশ্রা—বি. এল., জাহানাবাদ। শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ বেরা এম. এ., বি. এল.—(হাইকোর্ট): অজয়া। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বেরা, বি. এল.—(উকীল, মেদিনীপুর জজকোর্ট) অজয়া। শ্রীবিভূতিভূষণ মাইতি বি. এ—কলাগাছিয়া। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মাইতি—উকীল (কাঁথি) কলাগাছিয়া। শ্রীজানকীনাথ হাজরা - মোক্তার (কাঁথি) কলাগাছিয়া। শ্রীগিরীশচন্দ্র

মাইতি—মোক্তার ( কাঁথি ) জাহানাবাদ। শ্রীশান্তিরাম মণ্ডল—নর্ম্ম্যাল্ শেষ-পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত, বারাতলা। শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতি বি. এ., কলাগাছিয়া। শ্রীপ্রবোধকুমার মাইতি বি. এ., কলাগাছিয়া। শ্রীপরেশচন্দ্র মাইতি বি. এস-সি., কামারদা। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন বি. এ., জগন্নাথ চক। শ্রীখগেন্দ্রনাথ বেরা, এম. এ., লাক্ষি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি বি. এ., কৃষ্ণনগর। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস এল্. এম. পি., দেখালী। শ্রীগিরীশচন্দ্র মাইতি বি. এ., অজয়া প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত বহু আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট্ আছেন।

## গ্রন্থকারগণ—

৺পুরন্দর মণ্ডল—( কশাড়িয়া ) সঙ্গীত-সুধাকর, মনোশিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা। শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল—( কশাড়িয়া ) 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় অশৌচনির্ণয়, প্রভৃতি প্রণেতা। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল—লোক্যাল্ বোর্ডের মেম্বার, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ ও অক্লান্ত স্বদেশকর্ম্মী ( কশাড়িয়া ) আর্য্যপৌণ্ড্রক, আরতি, বঙ্গীয় জনসংঘ প্রভৃতি প্রণেতা। শ্রীমহাদেব মণ্ডল—( কশাড়িয়া ) 'শিশুজ্ঞানবিকাশ' প্রণেতা। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস—গঙ্গাসাগর-মাহাত্ম্য প্রণেতা, সাং কশাড়িয়া। ৺চন্দ্রমোহন পুরকাইত—কলির শাশুড়ী, অশৌচ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রণেতা, সাং পানখাই। [ ইনি খেজুরী থানার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত ব্যক্তি—কাঁথি মহকুমায় সর্ব্বপ্রথম এন্‌ট্রান্স্ পাশ করিয়াছিলেন ]।

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল এম. এ. ( জাহানাবাদ ) কলেজপাঠ্য ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশংসনীয় ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ—A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods, হিজলীর মস্‌নদ্ ই-আলা, খেজুরী বন্দর, বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথা, দুর্ভিক্ষের গান, দুন্দুভি, সমাজ-রেণু, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুলপ্রদীপ, কস্‌বাহিজলীর বিবরণ প্রভৃতি প্রণেতা এবং 'প্রতিজ্ঞা' ও 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার' সম্পাদক।

## সাহিত্যসমিতি ও পাঠাগার

(১) হিজলী সাহিত্য-সমিতি, সম্পাদক—শ্রীচুনীলাল মণ্ডল।

(২) সাহিত্য-মন্দির, অজাবাড়ী, সম্পাদক—শ্রীমিহিরলাল দত্ত।

(৩) বীণাপাণি লাইব্রেরী, কলাগাছিয়া, সম্পাদক—শ্রীযামিনীভূষণ মাইতি।

(৪) বীরবন্দর খাসমহাল ক্লাব্, (খাসমহাল কর্ম্মচারিগণের প্রযত্নে প্রতিষ্ঠিত)।

## আমোদপ্রমোদ [ থিয়েটার ]

(১) খেজুরী এমেচার থিয়েটার-পার্টি, ডাইরেক্টার—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, কশাড়িয়া।

(২) হলুদবাড়ী, বীণাপাণি নাট্য-সমাজ, ডাইরেক্টার—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন—জগন্নাথ চক।

(৩) কামারদা এমেচার-পার্টি—ডাইরেক্টার শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি।

(৪) বীরবন্দর যোগেশবান্ধব নাট্যমন্দির—তত্ত্বাবধায়ক খাসমহাল কর্ম্মচারিগণ।

(৫) সেরখাঁচক ১নং এমেচার পার্টি—ডাইরেক্টার শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি।

(৬) সেরখাঁচক ২নং এমেচার পার্টি—ডাইরেক্টার শ্রীলালমোহন গুড়িয়া।

(৭) কসতলা—এমেচার পার্টি—ডাইরেক্টার শ্রীমণীন্দ্রনাথ প্রধান।

## ছাপাখানা

(১) অজয়া শীতলা প্রেস, স্বত্বাধিকারী—শ্রীকামিনীকান্ত পাহাড়ী।

(২) হলুদবাড়ী বীণাপাণি প্রেস, স্বত্বাধিকারী—শ্রীললিতকুমার মাইতি।

(৩) দেখালী কল্যাণী প্রেস, স্বত্বাধিকারী—শ্রীকেদারনাথ সামন্ত।

## প্রাচীন মন্দির মসজিদাদি—

নিজ কসবা গ্রামে তাজখাঁ মসনদ্-ই-আলার মসজিদ্ ও সমাধিমঞ্চ,

মেহ্দিনগর গ্রামে ৺ভীমেশ্বর মহাদেবের ( তাজ্ খাঁ মস্নদ্-ই-আলার দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র স্থাপিত ) মন্দির—গোপীচক গ্রামে ৺চণ্ডী-কেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং খেজুরীগ্রামে ৺শীতলা ও ৺জয়চণ্ডীর মন্দির প্রাচীন মন্দির ও মস্জিদাদি মধ্যে অগ্রগণ্য। দামোদর চক গ্রামের ৺নীল-কুমারীর স্থান ও প্রাচীন; ঐ স্থানে এক্ষণে প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার সময় চব্বিশপ্রহর সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে এই স্থানে যথেষ্ট আতসবাজি পোড়ান হয়—তাহা স্থানীয় লোকের একটী দর্শনীয় বস্তু। ৺নীল-কুমারী দেবীর ক্ষীরভোগ প্রসিদ্ধ। রামচক গ্রামে ৺তুফানগাজী বা 'তফর-গাজী' পীরের আস্তানায় অসংখ্য মাটীর ঘোড়ার স্তূপ একটী দর্শনীয় বস্তু।

## জাতি-ব্যবসায়—

মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও করণাদি জাতির কৃষিই অবলম্বন। জেলে কৈবর্ত্ত ও বাগ্দীরা প্রধানতঃ মৎস্যজীবী; খেজুরী গ্রামের একশ্রেণীর মুসলমান ("মেছো পাঠান"), হাড়ি ও কাওরাদেরও সময় সময় মৎস্য বিক্রয় করিতে দেখা যায়। ডোমেরা বাঁশ ও বেতের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে এবং বাদ্যকরের কার্য্য করে। হাড়িরা প্রধানতঃ বাদ্যকর ও পাল্কীজীবী। 'দুলে' নামক এক শ্রেণীর পাল্কীবাহক জাতি আছে। গোয়ালা জাতি দুধ, দই, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি বিক্রয় করে এবং এজন্য মহিষ পালন করে। যোগী জাতির সেলাই-কার্য্য ও ভিক্ষা ব্যবসায়। 'শবর' নামক জাতি সাপুড়ের ব্যবসায় করিয়া ভিক্ষা করে; সময় সময় পক্ষী প্রভৃতি ধরিয়া বিক্রয়ও করে। 'কোরঙ্গা'ভিধেয় জাতি হুঁকার নলিচা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে, সূত্রধরের কার্য্যও করে। গরু-ছাগলাদির মুষ্ক ছেদন এই জাতির দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। কর্ম্মকার জাতি কামার ও স্বর্ণকারের কার্য্য করে। 'কাঁটা স্যাক্রা' নামক মুসলমান জাতি মৎস্য ধরিবার জন্য ছিপের বড়্শী ও রেশম, শর, বাঁশ এবং শৃঙ্গের চিরুণি

প্রস্তুত ও মেরামৎ করে। ছাতা মেরামতও উহাদের শ্রেণীগত ব্যবসায়। তন্তুবায় জাতি তাঁত বুনে ; তেলীরা সরিষা, তিল, রেড়ির বীজ ও নারিকেল ঘানিতে ভাঙ্গিয়া তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় করে। সূত্রধর বা ছুতারেরা কাষ্ঠের কার্য্যের পরিবর্ত্তে চিড়া, মুড়ি, হুড়ুম্ প্রভৃতি 'জলপান' প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ী জাতি নাই। সাধারণতঃ কৃষিই সকল জাতির অন্যতম ব্যবসায়। বঙ্গদেশের জাতি-বিভাগের সহিত কোন কোন স্থলে অসামঞ্জস্য আছে। যথা,—নবশাখ কুম্ভকার জল-অচল, দুগ্ধবিক্রয়ী গোপ বা গোয়ালা জলচল, এক শ্রেণীর বাগ্‌দীও জলচল দেখা যায়। ইহা উড়িষ্যার প্রথা বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে উড়িষ্যার অনুকরণে ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জল-চল ও জল-'অচল' জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ঐ প্রথা নাই।

## উৎপন্ন, আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদি :—

হৈমন্তিক ধান্যই সর্ব্বপ্রধান উৎপন্ন ফসল, প্রতি বৎসর খেজুরী থানা হইতে প্রচুর ধান্য বিক্রয়ার্থ নৌকাযোগে হুগলী নদী ও হিজলী টাইডেল্ ক্যানেল দিয়া কলিকাতাঞ্চলে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। কলিকাতা হইতে ঐ সমস্ত নৌকাযোগে সর্ব্ব প্রকার নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য আমদানি হইয়া স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রীত হয়। সরিষা, পাট প্রভৃতি অল্প উৎপন্ন হয়। গোলালু, কপি, বেগুণ প্রভৃতি তরিতরকারি যথেষ্ট জন্মে। খেজুরী ও মেহ্‌দি নগর প্রভৃতি গ্রাম দোআঁশ বালুকাময় মৃত্তিকাযুক্ত বলিয়া ফল ও তরিতরকারি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। হুগলী নদীর মোহানার তীরবর্ত্তী বালু-আড়িতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রচুর তরমুজ, ফুটি, কুম্‌ড়া ও উচ্ছা উৎপাদিত হইয়া উত্তরাঞ্চলে নন্দিগ্রাম থানায় এবং ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে রপ্তানি হয়। খেজুরী, নিজকস্‌বা, মেহ্‌দিনগর

প্রভৃতি গ্রাম হইতে বহুল পরিমাণে পাতি ও কাগ্জি লেবু, বাতাপি, চাল্তা, আনারস, বেল, পেঁপে প্রভৃতি ফল এবং মেটে-আলু ( খাম-আলু ) প্রভৃতি তরিতরকারি রপ্তানি হইয়া ঐ সমস্ত স্থানের হাটে বাজারে প্রচুর বিক্রীত হয়। তেঁতুলও অন্যতম রপ্তানি দ্রব্য। খেজুরী গ্রাম হইতে বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে অন্যত্র বিক্রীত হয়। বাঁশ ও বেতে প্রস্তুত মাটির কার্য্যে ব্যবহার্য্য ঝুড়ি খেজুরী গ্রামের মুসলমানেরা বিক্রয় করিয়া থাকে। নিজকস্‌বা, মেহ্‌দিনগর, ভাঙ্গনমারি ও খেজুরীর দরিদ্র মুসলমানেরা কৃষি-কার্য্যের জন্য বর্ষায় ব্যবহার্য্য তালপাতার 'পাথিয়া' নামক শির ও পৃষ্ঠত্রাণ প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট বিক্রয় করে। ঐগুলি সুন্দরবনাঞ্চলে প্রচুর রপ্তানি হয়। বীরবন্দরের হাটে নৌকাযোগে পান, পেঁয়াজ, তাঁতের কাপড়, শরের ঝাঁপ, মাদুর প্রভৃতি খালপথে প্রতি হাটে বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। নিজকস্‌বা ও মেহ্‌দিনগরের বালুকা-ভূমিতে প্রচুর হিজলী বাদাম স্বভাবতঃ জন্মে। ঐ সমস্ত গ্রামে উত্তম মূলা উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে নদীতীরবর্ত্তী যশুয়া গ্রামে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার জন্য ভিন্ন স্থান হইতে জেলেরা আসিয়া 'খটি' বসাইত। অধুনা কয়েক বৎসর তাহা বন্ধ হওয়ায়, দেশে কলেরা প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ হ্রাস হইয়াছে। বর্ষা ও শরৎকালে লোণামাছ খুব পাওয়া যায়।

**ভাষা** ঃ—লিখন-পঠনের ভাষা বাঙ্গালা। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ওড়িয়া ভাষার বহুল চলন ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহা আদৌ প্রচলিত নাই। কথা কহিবার ভাষা বাঙ্গালার সহিত অল্প ওড়িয়া মিশ্রিত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কথনের ভাষার কিছু না কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয় এবং অধিকাংশ স্থলে কথনের ভাষা হইতে জাতি-নির্ণয় শক্ত হয় না। কথার ভাষা ক্রমশঃ ক্রত মার্জ্জিত হইয়া বাঙ্গালাতে পরিণত হইতেছে।

## পূজা-পার্ব্বণ-বারব্রতাদি—

এতদঞ্চলে ৺শীতলার্চ্চনা বহুল প্রচলিত। দুর্গোৎসবাদি অল্পই অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় প্রতি গ্রামেই গ্রাম্যদেবতার আরাধনায় শীতলা ও চণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থানে অষ্ট ও চব্বিশ প্রহর কীর্ত্তনাদিসহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও তালপত্রে লিখিত জগন্নাথ দাসকৃত ওড়িয়া নবাক্ষরী পয়ারে লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবতারাধনা ও পাঠ এ অঞ্চলে সর্ব্বত্রই অতি বহুল ভাবে হইয়া থাকে; অধিবাসিরা প্রায় সকলেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। শাক্ত কচিৎ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ বারব্রত এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় না। আবার এমন কতিপয় পূজা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান হয়, যাহা বঙ্গদেশে আচরিত হইতে দৃষ্ট হয় না। যথা—আশ্বিনের সংক্রান্তিতে "নল" সংক্রান্তি বা নলখাগড়ার গাছে মিষ্টান্নাদি বাঁধিয়া ধান্যের জমিতে পুতিয়া ধান্যের গাছকে 'সাধ' খাওয়ান, অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে নারীদিগের ৺লক্ষ্মীপূজা ও ব্রত, পঞ্চক ব্রত, রাখী পূর্ণিমাতে গো-পূজা ("গো মা পূর্ণিমা"), পৌষ-সংক্রান্তিতে "বনি পূজা" প্রভৃতি। ইতঃপূর্ব্বে এতদঞ্চলে বহুল পরিমাণে ৺সত্যনারায়ণের পূজা অনুষ্ঠিত হইত, এক্ষণে দৃষ্ট হয় না। কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাস পুণ্য-মাস বলিয়া নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হয়।

## প্রচলিত সন—

কাগজ পত্রে "আমলী" নামক সন প্রচলিত, ভাদ্র মাসের শেষে নূতন সন আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা সনের সহিত এই সন বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এক ও অভিন্ন, আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত একটী সংখ্যা বেশী। বাঙ্গালা সনও ক্রমশঃ বহুল প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

## জমির মাপ

• বিঘা কাঠা হিসাবে জমির পরিমাণ হয়। এই বিঘা কাঠা ষ্ট্যাণ্ডার্ড

বিঘার ( ৮০ হাত = ১/ বিঘা ) অনুরূপ নহে। এই থানার সর্ব্বপ্রধান দুইটী এষ্টেট মাজনামুঠা ও জলামুঠাভুক্ত মৌজাগুলিতে দুই প্রকার ভূমির পরিমাপ প্রচলিত। মাজনামুঠা এষ্টেটের মৌজাগুলির এক "নল" বা কাঠা = ৭´ ফুট ১০½" ইঞ্চি ; এই "নলে"র এক চতুর্থাংশের নাম "চৌকা" অর্থাৎ ৪ চৌকায় ১ নল। ৪ পণে ১ চৌকা। দৈর্ঘ্য ২০ নল × প্রস্থ ১৬ নল = ১/ বিঘা ( ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘার প্রায় ১ বিঘা ৮ কাঠা ]। এইরূপ জলামুঠা ষ্টেটের নলের মাপ ৮´ ফুট ৬·২" ইঞ্চি, ঐ নলের ২০ × ১৬তে ১/ বিঘা ( ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রায় ১/ বিঘা ১২ কাঠা )।

## বাজার-ওজন

সর্ব্বত্রই ৮০ তোলার সের প্রচলিত। অজানঘাড়ীর হাটে ৯০ তোলার ওজনে সের হিসাবে কেবলমাত্র চাউল ক্রয়-বিক্রয় হয়। ধান্যের স্থানীয় পরিমাপ 'মাণ' নামক বেত্র-নির্ম্মিত ধামার দ্বারা সর্ব্বত্র সম্পন্ন হয়। এই এক পূর্ণ 'মাণে' দশ সের হইতে কুড়ি সের পর্য্যন্ত ধান্য ধরে। ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে এই মাণের' আকৃতি বিভিন্ন হইলেও ধান্যের খরিদ-বিক্রয় এই মাণের পরিমাপকে ৮০ তোলার বাজার ওজনের সহিত মিলাইয়া মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। 'মাণের' পরিমাপ যাহা হউক না, উহার এক মাণ পরিমাণ সর্ব্বত্র চারি কাঠা বলিয়া গণ্য। ৪ মাণে এক 'কুড়ি', ২০ কুড়িতে এক 'বিশ' ও ১৬ বিশে এক সলি হয়। পাণ বিক্রয় শতকরা হিসাবে হয়। অন্য কোনও মাপের বিভিন্ন ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

## বাসগৃহ

এতদঞ্চলে বাসগৃহ সমস্তই মাটির দেওয়াল দ্বারা প্রস্তুত ; উপরে বাঁশ, হেতাল প্রভৃতি দ্বারা কাঠামো ও উলুখড়ের দড়ির বাঁধুনি এবং খড় দ্বারা ছাউনি করা। ঘরগুলি পরস্পর স বদ্ধ—অন্যান্য জেলার ঘরের ন্যায় পৃথক্ নহে, এই বিশেষত্ব।

সমাপ্ত

# বিজ্ঞাপন

'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি
বিখ্যাত পত্রের লেখক,—'প্রতিজ্ঞা' ও
'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার' সম্পাদক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত
ঐতিহাসিক পুস্তক

# হিজলীর মস্‌নদ্‌-ই-আলা

—যাহার জন্য সাহিত্যামোদী ইতিহাসপাঠলিপ্সু সুধিবৃন্দ এতদিন চাঞ্চল্য ও উদ্‌গ্রীবতার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন,—হিজলীর লোকবিশ্রুত নবাব রাজর্ষি **তাজ্‌খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলা** ও হিজলীর তৎসাময়িক প্রত্নতত্ত্বসম্ভারে পরিপূর্ণ,—পাটনা কলেজের স্বনামপ্রসিদ্ধ ইতিহাসাধ্যাপক —'সমসাময়িক ভারত' এবং বহুপ্রখ্যাত ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রণেতা **শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ব-বাগীশ** (বি. এ ; এফ. আর. জি. এস., এফ, আর. হিষ্ট্‌. এস, এম. আর. এ. এস., বেনারস্‌ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ইত্যাদি ইত্যাদি) মহোদয়ের লিখিত ভূমিকাযুক্ত এবং বহু হাফটোন চিত্র ও দুষ্প্রাপ্য মানচিত্রে ভূষিত হইয়া

**প্রকাশিত হইল।**

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশমাত্র পাঠে জগদ্বরেণ্য স্যর **শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়** মহাশয় গ্রন্থকারকে নিম্নোক্ত আশীর্ব্বাণী প্রেরণে ধন্য করিয়াছেন—

"যে ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিতেছ ইহা অপূর্ব্ব হইবে, এবং ইহাতে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাইলাম।"

অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় পাণ্ডুলিপিপাঠে গ্রন্থকারকে অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন—

"এ বিষয়ে আপনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রাদেশিক ইতিহাস-লেখকের কেহই এরূপ করেন নাই।"

ভূতপূর্ব্ব 'সুরভী' সম্পাদক,—'বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর' 'বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন' 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রণেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও লেখক **শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ** এম. আর. এ. এস. মহোদয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিপাঠে গ্রন্থকারকে নিম্নোক্ত সম্বর্দ্ধনার বাণীতে কৃতার্থ করিয়াছেন—

"—MS.টী এখনও শেষ করতে পারিনি" যত পড়্‌ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। আশ্চর্য্যান্বিত হ'চ্ছি, আপনার গবেষণা ও সংগ্রহ দেখে'। আপনার কীর্ত্তিতে আমাদের এই অসাড় ও নিশ্চেষ্ট মেদিনীপুরের মুখ উজ্জ্বল হবে—এটা সত্যসত্যই আমার অন্তরের কথা।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস্ চ্যান্সেলর আচার্য্য **যদুনাথ সরকার** এম. এ, পি. আর. এস., সি. আই. ই., এফ. আর. এইচ. এস. মহোদয়ের অনুগ্রহপ্রাপ্ত নানা দুষ্প্রাপ্য ফার্সী হস্ত-লিপি হইতে হিজলীর মৌলিক বৃত্তান্ত এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুদূর প্যারিস্ নগরে রক্ষিত অতি দুর্লভ ফার্সী হস্তলিপি 'বহারিস্তানের' হিজলী সম্বন্ধীয় আলোচনাযুক্ত একটী সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা ও বহু মূল শিলালিপির হাফ্‌টোন প্রতিচিত্র ও অনুলিপি বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারসহ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

—গ্রন্থকার অকাট্য প্রমাণ-পরম্পরার সমাবেশ দ্বারা হিজলী সম্বন্ধে

পাশ্চাত্য ও দেশীয় ঐতিহাসিকগণের অবলম্বিত বৃত্তান্তের ভ্রমাত্মকতা পদে পদে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। প্রকৃত মৌলিক ইতিহাসের উপভোগ করিতে হইলে—স্বদেশী লেখকের কৃতিত্ব, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও প্রতিভার প্রকৃত মূল্যবত্তা বুঝিতে হইলে—মাতৃভূমির প্রকৃত পুরাকাহিনী অবগত হইয়া গৌরব অনুভব করিতে হইলে—সকলে এই পুস্তক পাঠ করুন, এবং বাজে নাটক নভেল ক্রয়ে অর্থের অপব্যয় না করিযা প্রকৃত সাহিত্য সম্পদ—বাণীর পবিত্র নির্ম্মাল্য এই ইতিহাস একখণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত এবং দেশ ও মাতৃভাষার কল্যাণে সাহায্য করুন!

উত্তম এন্টিক্ কাগজে মুদ্রিত বৃহৎ পুস্তক, স্বর্ণাক্ষরে বিলাতী বাঁধাই মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

---

"—বর্ণনা ফটোর মত নিখুঁত, অয়েল পেন্টিং এর মত সজীব হইয়াছে। কবিতাগুলি বেশ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী সজীব ভাষায় লিখিত। বিচিত্র জগতের চিত্র এই পুস্তিকাখানির ছত্রে ছত্রে প্রকটিত রহিয়াছে।"

**নীহার**—১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৩

"প্রত্যেকটীই বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে চিত্রিত। সরল ছন্দে ও মধুর-ভাবে চিত্রগুলি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতি সহজ ও আড়ম্বরহীনপদ-সন্নিবেশে কবিতাগুলি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। লেখকের প্রাণ আছে—তাই আজ তিনি অচল মৃতকল্প-বিরাট-হিন্দুসমাজের ক্ষীণ বেদনাতুর প্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন।"

**হিজলী হিতৈষী**—৯ই ভাদ্র, ১৩৩৩

"কবিতার ভিতর দিয়া হিন্দুজাতির সমাজের চিত্র গ্রন্থকার ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই।"

**হিন্দু-সঙ্ঘ**—১১ই ভাদ্র, ১৩৩৩

"উদ্যম প্রশংসনীয়। সমগ্র কবিতা বহিখানিই পড়িলাম, পড়িয়া ভালই লাগিল।"

**দৈনিক নায়ক**—২২শে ভাদ্র, ১৩৩৩

"লেখকের চেষ্টা প্রশংসনীয়"

**আত্মশক্তি**—২৪শে ভাদ্র, ১৩৩৩

"যাঁহারা আধুনিক হিন্দুসমাজের বিষয় অবসরমত চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে লেখকের কবিত্ব ও সমাজচিন্তায় প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইবেন।"

**সমন্বয়**—২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৩

"রাষ্ট্রীয় ও সমাজগত দোষগুলি বেশ উচ্ছ্বাসের সহিত ছন্দোবদ্ধ-ভাবে লেখক দেখাইয়াছেন। লেখার ছত্রে ছত্রে তাঁহার স্বদেশপ্রেম লক্ষিত হয়।"

**প্রবাসী**—আশ্বিন, ১৩৩৩

"হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান ত্রুটী দেখাইয়া কৃতিত্বের সহিত কতকগুলি তীব্র মধুর কবিতায় গ্রন্থখানি সজ্জিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার হৃদয়-বান্ পুরুষ, তাই তাঁহার এ গ্রন্থ অনেক হৃদয় স্পর্শ করিয়া সমাজসংস্কারে ব্রতী হইতে উৎসাহিত করিবে। ব্রাহ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায় ইহা পাঠে আত্মত্রুটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন এবং নিম্নশ্রেণী বলিয়া কথিত জাতিসমূহ তাঁহাদের প্রকৃত স্থান নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন।"

**মাতৃমন্দির**—আশ্বিন, ১৩৩৩

"একটা ভাবকে কেন্দ্র করিয়া কবিতার সাহায্যে লোকশিক্ষা এই কাব্যগ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। অবজ্ঞাত জাতির প্রতি হিন্দুসমাজের ব্যবহারে যে দুরপণেয় কলঙ্ক রহিয়াছে, তাহা অধিকাংশ কবিতায়ই সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সহজ অথচ মনোরমভাবে কবিতায় প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।"

**মুক্তি**—৩রা আশ্বিন, ১৩৩৩

"আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

**সত্যবাদী**—৩রা আশ্বিন, ১৩৩৩

"Some portraits are very pathetic and at once appeal to the heart and provoke thought. We welcome this timely publication and congratulate the author on his poetic talent."

**Amrita Bazar Patrika.—Oct. 1926.**

"হিন্দুসমাজের কয়েকটী বাস্তবচিত্র এই পুস্তিকায় পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে আচারের নামে যে অনাচার, ধর্ম্মের নামে যে অধর্ম্ম, বিচারের নামে যে অবিচার প্রবেশলাভ করিয়াছে, এগুলি তাহারই প্রতিচ্ছবি। সমাজের কর্তৃপক্ষগণ ইহা পাঠকালে ইহার মসৃণ পৃষ্ঠে নিজেদের স্বরূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবেন।" **বঙ্গবাণী**— কার্ত্তিক, ১৩৩৩

"বইখানিতে কতকগুলি প্রাণস্পর্শী সামাজিক চিত্রে হিন্দুসমাজে "আচারের" নামে যে অসংখ্য অবিচার, অত্যাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করিয়া দেশ ও ধর্ম্মের মর্ম্মন্তুদ সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহারই প্রতি লেখক কবিতাচ্ছলে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কাহিনীগুলির কয়েকটী "ভক্তমালের" প্রাচীন আখ্যায়িকা। অন্যগুলি বর্ত্তমান সমাজেরই প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে সঙ্কলিত। লেখায় রবিবাবুর প্রসিদ্ধ "কথা ও কাহিনী"র ঝঙ্কার পাওয়া যায়। "প্রতিশোধ", "প্রকৃত ব্রাহ্মণ" "পতিতের মান", "জাতরক্ষা", "সমাজ-ধর্ম্ম" প্রভৃতি ছবিগুলি চমৎকার বাস্তবতাপূর্ণ ও কারুণ্যোদ্দীপক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সহৃদয় লেখকের উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি।"

প্রবর্ত্তক—কার্ত্তিক, ১৩৩৩

"এই পুস্তকে গভীর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মোটের উপর কবিতাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। হিন্দুসমাজের এই ঘোর দুর্দ্দিনে কবি সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করিয়া দেশের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। পুস্তকখানি বাস্তবিক সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা সকলকে পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।"

যোগি-সখা...কার্ত্তিক, ১৩৩৩

"কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি কবিতা অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে লেখা। 'মাঙ্গলিক', 'ভক্তের জয়', 'শূদ্রোদ্বোধন' প্রভৃতি কবিতা বেশ সরস। লেখকের হাত আছে, ভাব ও ভাষা আছে। মোটের উপর পুস্তকখানি ছবিছাপার বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।"

মাধবী—কার্ত্তিক, ১৩৩৩

"পুস্তকখানি পাঠে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ছোট ছোট কতক-গুলি সরস কবিতায় দেশাচারের বিসদৃশ অসামঞ্জস্য ও লোকাচারের

দুর্নীতির প্রতি বেশ একটু কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। সমাজ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া শাস্ত্রলঙ্ঘনের দুঃসহ ব্যভিচারের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ব্যক্ত করিতেছেন। এই গ্রন্থপাঠে অনেকের চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা। রচনার পারিপাট্যে এই জ্বালাকর প্রতিবাদও বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। সত্যই গ্রন্থখানির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।”

**কর্ম্মকার-ক্ষত্রিয় বান্ধব**—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

“গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের কতকগুলি বিসদৃশ চিত্র মনোজ্ঞ কবিতায় গ্রথিত করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুজাগরণের আন্দোলনে সাহায্য করিয়াছেন। কবিতাগুলিতে সমাজের বাস্তব প্রতিবিম্ব সর্ব্বত্র প্রতিফলিত। অতিশয়োক্তির সমাবেশ নাই। গ্রন্থকারের কবিতা লেখার কৃতিত্ব চিত্রগুলিতে অতি চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দু সংগঠনের যুগে এইরূপ পুস্তক হিন্দুধর্ম্মকে শক্তিশালী করিতে সহায়তা করিবে। দেশ ও ধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য আমরা এইরূপ পুস্তকের সর্ব্বত্র প্রচার কামনা করি।”

**স্বাস্থ্য**—কার্ত্তিক, ১৩৩৩

“সামাজিক দোষত্রুটির যে ছবিগুলি গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার মনের উদারতা ও দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।”

**বাঁশরী**—আশ্বিন, ১৩৩৩

ঋষিকল্প মনস্বী,—বাঙ্গালীর ধ্বংসোন্মুখতার প্রকৃত নিদান-নির্ণায়ক **শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ কর্ণেল্‌ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** এম. ডি., আই. এম. এস. ( অবসরপ্রাপ্ত ) মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

“আজ কয়দিন হইল তোমার প্রণীত ‘সমাজ-রেণু’ পাইয়াছি। বহিখানিও সমস্ত পড়িয়াছি। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের যেরূপ দুরবস্থা সেরূপ দুরবস্থা, পৃথিবীর কোন জাতির কখনও হয় নাই। সাত শত বৎসরের

পরাধীনতার পর এ জাতি মরিতে বসিয়াছে। আমাদের যে কিরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা অপর দেশের লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। এরূপ বিকট অস্বাভাবিক আত্মঘাতী সামাজিক নিয়মের নামে দেশাচার কোনও দেশে কখনও উদ্ভাবিত হয় নাই। তোমার বহিখানির ভিতরকার ভাব লোকে বুঝিতে পারিবে না; যদি এ জাতি কখনও পুনর্জীবিত হয়.—যে মনের আবেগে বহিখানি লিখিয়াছ, তাহা কেহ কেহ বুঝিতে পারিবে। ইহার নাম **'সমাজ-রেণু'** না হইয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ক কাহিনী হইলে অধিকতর উপযুক্ত হইত।"

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম বান্ধব, "জাতি-ভেদা"দি বিখ্যাত সামাজিক গ্রন্থপ্রণেতা **শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ** মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আপনার বহিখানি আমার প্রাণের সুরে যে ঝঙ্কার দিয়াছে, তাহা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করিবার নহে। আপনার লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।"

**'মর্ম্মগাথা', 'চিত্তস্পন্দন', 'হাসির হল্লা'** প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থপ্রণেতা যশস্বী কবি **শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য** মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আপনার 'সমাজ-রেণু' পড়িয়া সুখী হইয়াছি। পচা সমাজের দুর্গন্ধে আজ দেশে টেকা দায় হইয়াছে। আপনার লেখনীর খোঁচার ঘা হইতে পুঁজ ও রক্ত ঝরিতেছে। আশা জাগিয়াছে, হয়ত বা শীঘ্রই শুকাইয়া যাইবে। আশীর্ব্বাদ করি, আপনার লেখনী জয়যুক্ত হউক। আপনি আমার গভীর প্রীতি ও আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। ধন্য আপনি, লেখনীও ধন্য!"

**খুলনা, নকীপুর হাইস্কুলের সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের**

অন্যতম গৌরব শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. (গোল্ড্মেডালিষ্ট্) লিখিয়াছেন—

"কবিতার প্রাঞ্জল ভাষায় সমাজের দুর্নীতিগুলির যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শ করে ও লেখকের দরদী প্রাণের পরিচয় দেয়। স্থবির স্বার্থান্ধ সমাজ-ধুরন্ধরেরা ধর্ম্মের নামে যে বিরাট ভণ্ডামি চালাইতেছেন, এই তথ্যগুলি তাহার মুখোস্ খুলিয়া শ্রমের মর্য্যাদাদানে হিন্দুকে উদ্বুদ্ধ করিতে সহায়তা করিবে এ আশা রাখি।"

"উইলিয়ম টেল্" "অস্পৃশ্যের মুক্তি" "বিধবা-বিবাহ" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন বি. এ. মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রায় সব কবিতাই ভাল লেগেছে। সমাজের দোষগুলি যে-ভাবে দেখিয়েছেন তা' অভিনব।"

## গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তক

২. **A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods.** [*With a foreword by Dr. Panchanan Mitra M. A., P. R. S., Research Scholar and Professor of Anthropology, University College, Calcutta.*]

The book evinces an unknown chapter of the social history of Bengal, highly spoken of by the press and public. Every true patriot and lover of history should read this.

Extracts of some opinions :—

**John van Manen Esq., Librarian, Imperial Liabrary,—**

"I have looked through your work carefully and

find it decidedly interesting. I have no doubt it will prove useful for many a future reader and student."

**Dr. Romesh Chandra Majumdar.**, M.A., P.R.S., M.R.A.S., M.O.C.B , etc.,

"You seem to have successfullv demonstrated that the Pods have a glorious past."

Prof. **J N. Samaddar Pratnatatvabagish,** B.A.. F.R.E.S., F.R. Hist.S., M.R.S.A., M.R.A.S, *Fellow and Reader in Ancient Indian History, Patna University, and Member, Hindu University, etc.*

"I have read with a good deal of interest and profit your book. Such literature is bound to emulate the future generation and as such its value is immense.".

**Sj. Hirendra Nath Dutt, Vedantaratna, M.A., P.R.S., F.T.S.,** etc.

"I have read yonr book with intetest. It shows much research and painstaking care."

Prof. **Satis Chandra Mitra, B.A., Kaviranjan M.R.A.S.** (*Principal, Hindu, Academy, Daulatpur,—the erudite schotar and author of the monumental historical work—A history of Jessore and Khulna, etc.*)

"I have been much impressed by it, specially by your erudite researches and charming manner of treatment which your book shows."

"The Pods ought to be gratefnl to the author for his researches."

**The Indian Daily News :**—(March 20, 1920).

"The author has made out a good case for his contention."

The Empire—(January 16, 1920.)

"—Is more learned, as attractive on the outside as they are rich in their inner contents, We recommend it to all students of sociology and politics."

The Modern Review—(April, 1920.)

"The work is a valuable addition to the store of historical literature, very few of which we have."

The Amrita Bazar Patrika—
(January 31, 1920.)

The Bengalee :—( Dec. 21, 1919 ) [*From a long review by* Lt. Col. U. N. Mukherjee, M.D., I.M.S. (Retd.)].

"The book lays down in clear aud convincing, language the origin of this simple agricultural community, Sj. Mahendra Nath Karan, and others like him are attempting what seems to be impossible."

"It shows much origiuality and independence."

The Devalaya Review :—(January, 1920.)

"The author helps the cause by this timely publication for he brings to us knowledge which precedes action."

The Servant :—(May 11, 1922.)

"It adduces convincing arguments."

The Maharatta of Lokamanya Tilak :—
(July 24, 1920.)

"লেখকের সত্যানুসন্ধিৎসা এবং তথ্য সংগ্রহে বিপুল উত্তম ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে এই গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।" —ভারতী—১৩২৭, পৌষ।

"জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট পুস্তক"

—দৈনিক বসুমতী—১৩২৬, ২১শে মাঘ।

"ভাষা তেজোপূর্ণ, গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক"

—নায়ক—১৩২৬, ২২শে পৌষ।

"প্রত্নতত্ত্বের বিশুদ্ধ উপকরণ, কয়েক সহস্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া বিশিষ্ট লাইব্রেরীগুলিতে বিতরণযোগ্য"

—বাঙ্গালী—১৩২৬, ১৫ই পৌষ।

"গভীর গবেষণার পরিচয় পাইয়া উপকৃত হইলাম"

—নব্যভারত—১৩২৭, বৈশাখ।

"নিপুণতার সহিত আলোচিত, অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৩২৯, আষাঢ়।

"গ্রন্থকারের ভাষা ও সতর্ক লেখনী চালনায় এবং বিষয়সমাবেশ ও প্রমাণপ্রয়োগে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় আছে"

—খুলনা—১৩২৬, ৫ই চৈত্র।

"লেখকের ভাষা তেজস্বী, শাস্ত্রজ্ঞান গভীর, অনুসন্ধিৎসা ও বিচারশক্তি প্রশংসনীয়" —জগজ্জ্যোতি—১৩২৬, পৌষ।

ভারতবাসী এবং বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও ইহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন"

—সমন্বয়—১৩২৬, ১৪ই চৈত্র।

"বহু জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি" —শঙ্খ—১৩২৯, ৮ই বৈশাখ।

৩। **বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথা**—( স্বদেশী আন্দোলনের সময় লিখিত )— মূল্য ৵০

৪। **দুর্ভিক্ষের গান**—( যন্ত্রস্থ ) „ ।৵০

৫। **দুন্দুভি**—বাঙ্গালী সৈন্যের রণোদ্দীপক কবিতা পুস্তক, জর্ম্মণ-যুদ্ধের সময় লিখিত ( যন্ত্রস্থ ) „ ।৵০

৬। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুলপ্রদীপ**—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিবৃত্তমূলক বৃহৎ পুস্তক, ( যন্ত্রস্থ ) „ ২॥০

৭। **কস্‌বা হিজলীর বিবরণ**—হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা—তৃতীয় খণ্ড ( যন্ত্রস্থ ) „ ॥৯

**শ্রীকৌস্তুভকান্তি করণ ও**
**শ্রীকোহিনুরকান্তি করণ**
**'ক্ষেমানন্দ কুটীর'**
ভাঙ্গনমারি, জনকা পোঃ—মেদিনীপুর।

বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ-সংস্কারক ও যুগান্তরকারী লেখক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমস্ত সামাজিক গ্রন্থাবলী উপরোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। ৵১০ অর্দ্ধ আনার পোষ্টেজ পাঠাইলে বিস্তৃত তালিকাপুস্তক পাঠান যায়।